সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক ১৯৫৯ সালে পাবনার একটি সাংস্কৃতিক পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে উন্নয়ন যোগাযোগ, ভার্চুয়াল শিক্ষার উপরে গবেষণা ভিত্তিক উচ্চতর শিক্ষা অর্জন করেন। পেশাগত জীবনে জাতিসংঘের বিভিন্ন প্রকল্পে উন্নয়ন যোগাযোগ ও শিক্ষা নিয়ে কাজ করেছেন। তিনি বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকান্ডে শিক্ষামূলক নাটক, লোকসঙ্গীত, ভিডিওর সফল ব্যবহারে অবদান রেখেছেন। তিনি ১৪ টি মৌলিক নাটক, প্রায় ৪ হাজার রুবাই, রোমান্টিক যুগের ১০ কবির ১০০ কবিতার অনুবাদ, ফিটজেরাল্ড অনুদিত ওমর খৈয়ামের রুবাই, মির্জা গালিব এবং বাহাদুর শাহ জাফরের কবিতা অনুবাদ করেছেন। ভিজিটিং শিক্ষাবিদ হিসাবে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি তাঁর সৃজনশীল কর্মের জন্য জাতীয় এবং আন্তর্জাতীয় পর্যায়ে বহুবার স্বীকৃতি ও পুরস্কারে ভুষিত হয়েছেন।

ই বুক প্রকাশনাঃ করোনা ভাইরাস কালে লকডাউন

এপ্রিল ২০২১

রোমান্টিক যুগের ১০ কবির ১০০ কবিতা

অনুবাদ
সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক

রোমান্টিক যুগের ১০ কবির ১০০ কবিতা

Edger Elan PoE (1809-1849) | Samuel Coleridge (1772-1834) | Percy Bysshe Shelley (1792-1822) | John Keats (1795-1821) | George Gordon_Byron (1788-1824)

Joanna Baillie (1762-1851) | Felicia Hemans (1793-1835) | Hannah More (1745-1833) | Mary Robinson (1757-1800) | Charlotte Turner Smith (1749-1806)

ভাষান্তর
সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক

রোমান্টিক যুগের
১০ কবির
১০০ কবিতা
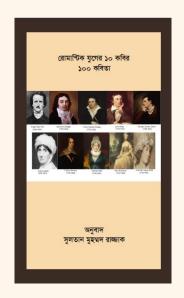
ভাষান্তর
সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক
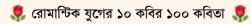
রোমান্টিক যুগের ১০ কবির ১০০ কবিতা

ভাষান্তরঃ সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক
ভাষান্তরকালঃ ২০২০

ই বুক প্রকাশনাঃ ১ বৈশাখ ১৪২৮
১৪ এপ্রিল ২০২১

প্রচ্ছদ ও সার্বিক অলংকরণঃ
সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক

সম্মানীঃ ১০০ টাকা
বিকাশ নং- +৮৮০ ১৭১২ ২০০৬৬৭

100 poems by 10 poets of Romantic Era
E book publication : April 2021
Literary translated, cover and design
by Sultan Muhammad Razzak

The e book is free to download but if any readers
Interested to encourage and honor the translator, they
could send $ 2 (two) by BCash at +8801712200667

প্রিয় সন্তানেরা-

সুলতান নাবিল আফরোজ
নুসরাত সুলতানা আফরোজ

পিতাকেও কৃতজ্ঞ হতে হয়-
সন্তানদের কাছে-
আমি মনে রাখি-তোমরাও মনে রেখো!
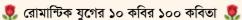
ভুমিকাঃ

কবিতার কি ভুমিকা হতে পারে?
আমরা মানজাতি সব সময় ক্রান্তিকাল অতিক্রম করি। জীবন- দেহের আদিম জাহাজে চড়ে বিক্ষুব্ধ এক সাগর পাড়ি দেয়- কোত্থেকে জাহাজে চড়লাম এবং কোথায় অভীষ্ট অজানা - এই অজানা ঘিরে আমাদের যত যত গল্প কবিতা, জীবন জীবিকা, তৃপ্তি অতৃপ্তি নিয়েই বহুবিধ সৃজনের সমাহার।
২০২০ সালের কোভিড-১৯ এর কারণে লক ডাউন দেয়া হয় এই সময়ে এ কবিতগুলো ভাষান্তর করেছিলাম। আমার মতে অনুবাদ শব্দটি চিকিৎসা শাস্ত্র, দর্শন, অর্থনীতি বা গবেষণার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সাহিত্য এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুদিত বলে ভাষান্তর বলাই ভালো। এখানে অন্য ভাষার কবি লেখকের আবেগ, দর্শণ, প্রেম, বেদনা, সুখ ইত্যাদির অনুবাদ বলা আমার কাছে সংগত মনে হয় না। বরং ভাষান্তর শব্দটি যথাযথ মনে হয়।
আমি স্বভাবত অবসরে ফেসবুকে লেখি- নানা কারণে আমার ইচ্ছা হয়না বই ছাপতে। তাই ইবুকের শরণাপন্ন হলাম।
২০২০ আমি যখন রোমান্টিক কবিদের কবিতা ভাষান্তরের সিদ্ধান্ত নেই- তখনই ৫ জন পুরুষ এবং ৫ জন নারী কবিদের বেছে নেই। এখানে আমার সারা জীবনের পেশাগত উন্নয়ন ভাবনা দ্বারা আমি নিজেই প্রভাবিত। আমি এটাকে দায়িত্ব মনে করেছি।
এখানকার সব কবিতা ফেসবুকে প্রকাশিত। সে সময় আমাকে অনেকেই উৎসাহিত করেছেন-সবার নাম উল্লেখ না করলেও কারো কারো নাম উল্লেখ করা কৃতজ্ঞতা মনে করি, তাঁর মধ্যে সব্যসাচী লেখক কাজী মাহমুদুর রহমান, ড. আফরোজা পারভীন,আবু মহম্মদ রইস, কবি লুৎফুন নাহার রহমান যারা শুধু উৎসাহ নয় আমার লেখার বাক্য বিন্যাস, বানান ইত্যাদি বিষয়ে অনেক সহযোগিতা করেছেন। আর পরিশেষে অনুবাদ না ভাষান্তর নিয়ে পরামর্শ দিয়েছেন তাঁদের কাছেও কৃতজ্ঞতা।

আর আমি-অলসতার সাথে চ্যালেঞ্জ নিয়ে শেষ করতে পেরেছি। সে জন্য আমাকেও ধন্যবাদ জানাই।

সুচীপত্রঃ

পৃষ্ঠা

কবি জর্জ গর্ডন বাইরন

জন কিটস

পৃষ্ঠা

পার্সি বিশি শেলী

এডগার অ্যালান পো

স্যামুয়েল টেলর কোলরিজ — পৃষ্ঠা

জোয়ানা বেলি

শার্লট স্মিথ — পৃষ্ঠা

ফেলিসিয়া ডরোথি হেমেন্স

মেরি রবিনসন **পৃষ্ঠা**

হান্নাহ মুর

প্রিয় পাঠক-
আপনার জন্য প্রতিটি পাতায়
অজস্র ভালোবাসা!

জর্জ গর্ডন বাইরন (১৭৮৮-১৮২৪)

জর্জ গর্ডন বাইরন -১

🌷 সুতরাং আমরা আর বাইরে যাবোনা

সুতরাং, আমরা আর বাইরে ঘোরাঘুরি করব না
এত গভীর নিশুতি নিঝুম রাতে,
যদিও হৃদয় এখনও ভালবাসা চায়,
এবং দেখ, মধ্যরাতে চাঁদ এখনও কত উজ্জ্বল!

কারণ তলোয়ারটি এখন নঁকশী খাপে আবদ্ধ,
এবং আমার হৃদয় বুকের শক্ত খাঁচা থেকে বাইরে,
এবং হৃদয়কে বিরতি দিতে বলবো নিঃশ্বাস নিতে,
এবং আমার ভালবাসা নিরালায় অপেক্ষায়।

যদিও জানি এ নিরালা রাত প্রেমের জন্য পুরোপুরি বাসনাসিক্ত ,
এবং অজস্র আলো নিয়ে দিন ফিরতে আর বাকী নেই,
তবুও আমরা আর বাইরে যাবো না-
জ্যোৎস্না প্লাবিত চাঁদের আলোয়।

জর্জ গর্ডন বাইরন -২

🌷 অন্ধকার

আমি একটি স্বপ্ন দেখেছিলাম, ঠিক যেন স্বপ্ন নয়!
আকাশের প্রখর সূর্যটা নিভে গেছে,
এবং তারাগুলিও নিকষ অন্ধকারে ঘোরাফেরা করেছিল,
রশ্মিহীন এবং পথহীন এবং বরফ পৃথিবী,
অন্ধ এবং চাঁদহীন বাতাসে কালো হয়ে যাওয়া শূন্যে!
ভোর এসেছিল এবং চলে গেল, এবং এসেছিল,
এবং কোনও দিন আলো আনেনি,
এবং পুরুষেরা ভয়ে তাদের আবেগকে ভুলে গিয়েছিল
এর মধ্যে নির্জনতা তাঁদের সমস্ত হৃদয়
আলোর জন্য ব্যাকুল প্রার্থনায় রত ছিল:
এবং তারা সংকেত আলো এবং সিংহাসনের নিকটে বাস করত,
মুকুটযুক্ত রাজাদের প্রাসাদ - ঝুপড়ি,
সবকিছুর বাসস্থান-যারা বাস করে,
বাতির থামগুলো পোড়ানো হয়েছিল; শহরগুলিকে গিলেছিল অন্ধকারে,
এবং মানুষেরা তাদের দাউ দাউ জ্বলন্ত ঘরগুলির চারদিকে জড়ো হয়েছিল
একে অপরের মুখ আরও একবার দেখার জন্য;
তারাই সুখী ছিল যারা আগ্নেয়গিরির চোখের মধ্যে বাস করত
এবং তাদের পর্বত মশালগুলির মধ্যে!
একটি দৃষ্টান্তহীন ভয়ঙ্কর আশা ছিল সমস্ত পৃথিবী;
অরণ্যগুলিতে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল আগুন,
ঘণ্টার পর ঘন্টা ধরে তাদের সবুজ ম্লান হয়ে গেল,
এবং গুড়িয়ে ছাই হয়ে মাটিতে মিশে গেল
এবং সবই ঘটেছিল নিকষ কালো অন্ধকারে।
হতাশের আলো মানুষদের ভ্রুতে পড়েছিল,
যেন অজাগতিক কিছু, তাদের উপরে পড়েছিল-
এক অদ্ভুত অচেনা ঝলক পড়েছিল; তারা কেউ শুয়ে
তাদের চোখ লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদলো।

এবং কেউ কেউ ভাঁজ করা হাতের উপর চিবুক বিছিয়ে বিশ্রাম নিয়ে
হাসলো;
এবং অন্যরা তাড়াহুড়ো করে-
তাদের শেষকৃত্যের জ্বালানী জ্বালালো, এবং
নিস্তেজ আকাশে তাকিয়ে পাগলের মত গালি দিলো,
একটি যেন অতীতের বিশ্ব; এবং তারপর আবার
অভিশাপ দিয়ে তাদের থু থু ধূলায় ফেলে দিল,
এবং তারা দাঁত ঘষতে থাকে বুনো চিৎকারে:
আর বুনো পাখিগুলি ঝাঁক বেঁধে ভয়ে আর্তনাদ করতে থাকে।
এবং ভীত হয়ে মাটিতে পড়ে ঝটপট করতে থাকে,
এবং তাদের অকেজো ডানা ঝাপটায়; প্রাচীন বন্য গাছেদের মাঝে অভিশাপ
এবং একধরণের কাঁপুনি এসেছিল; এবং একটি বিশাল অজগর গড়াতে
গড়াতে যমজ হয়ে সন্ত্রস্ত মানুষের মাঝে এসে পড়ে।
শুধু হিস হিস করে দন্তহীন বোকার মতো -
এগুলিকে খাবারের জন্য হত্যা করা হয়েছিল।
এবং যুদ্ধ, যা এক মুহূর্তের জন্য আর ছিল না,
নিজেকে আবার প্রস্তুত করে: তারা রক্ত মেশানো খাবার কিনেছিল,
সাথে সাথে ক্ষুব্ধতার ঘোরে গ্রাস করছিল একে অন্যকে:
কোনও ভালবাসাই আর ছিল না;
সমস্ত পৃথিবীর একমাত্র চিন্তা ছিল- এবং তা ছিল মৃত্যু-
তাৎক্ষণিক এবং অসম্মানজনক; এবং যন্ত্রণা
সমস্ত দুর্ভিক্ষের উপর দুর্ভিক্ষ — পুরুষেরা সব
মারা গেল এবং তাদের হাড়গুলির উপর মাংস থিরথির করে কাঁপছে;
অপূর্ণতা যেন গ্রাস করছে অপূর্ণতাকে,
এমনকি কুকুররা তাদের মনিবদের আক্রমণ করছে,

সকলেই শুধু একজনকে বাঁচায়,
এবং তিনি একজন বিশ্বস্ত, এবং তার কাছে রাখা ছিল
পাখি এবং পশু এবং দুর্ভিক্ষের মানুষ এক সমুদ্রতীরে-
ক্ষুধা অবধি তাদের লতিয়ে রেখেছিল ,

মরে যাওয়া তাদের মৃত চোয়ালগুলি;
তিনি নিজেই নিজেরখাবার,
তবে একটি করুণ গোঙানী ও শোকের সাথে,
আর তাড়াতাড়ি নির্জনে, নিজের কনুই চেটে
কোন উত্তর কোন শব্দ না করে মারা যাওয়া!

জনতার মাঝে দুর্ভিক্ষ আরো বাড়ে, কিন্তু দুটি
একটি বিশাল শহর বেঁচে ছিল,
তারা পরস্পর শত্রু ছিল: তাদের দেখা হয়েছিল
একটি বেদীর কাছে, বিধ্বস্ত মৃতপ্রায় কক্ষগুলি
যেখানে প্রচুর পবিত্র জিনিস ঠাসা-
তা অপবিত্র ভাবে ব্যবহারের জন্য; তারা উঠে দাঁড়ালো,
এবং কাঁপানো তাদের ঠান্ডা কঙ্কালের হাত ধরে
আধ নেভা ছাই এবং তাদের দুর্বল শ্বাস
সামান্য জীবনের জন্য মিশ্রিত, এবং একটি শিখা
যা ছিল একটি বিদ্রূপের মত; তারপরে তারা উপরে উঠল
তাদের চোখগুলি আরও হালকা হয়ে ওঠার সাথে সাথে দেখতে পেল একে
অপরের দিক-শিহরিত- মারা গেছে -
এমনকি তাদের পারস্পরিক ঘৃণার মধ্যেও তারা মারা গিয়েছিল,
তারা কারা ছিলেন তার অজান্তে,
দুর্ভিক্ষ লিখেছিল বিশ্ব শূন্য পশুত্ব,
না ছিল জনবহুলতা এবং না ছিল শক্তির হলাহল,
মৌসুমহীন, ভেষজহীন, বৃক্ষহীন, নিরহঙ্কার, প্রাণহীন —
একগুচ্ছ মৃত্যু আর শক্ত মাটির বিশৃঙ্খলা।

নদী, হ্রদ এবং সমুদ্র সমস্ত স্থির,
এবং তাদের নীরব গভীরতায় কিছুই আলোড়িত হযনা;
নাবিকবিহীন জাহাজগুলি সমুদ্রের উপকূলে পচে যাচ্ছে,
এবং তাদের জাহাজের মাস্তুলগুলো টুকরো টুকরো টুকরো
টুকরো টুকরো হয়ে পড়েছিল
সমুদ্রের ঢেউগুলি নিস্তেজ হয়ে শুয়েছিল —
যেন মারা গেছে; জোয়ারগুলি তাদের কবরে ছিল,
চাঁদ, তারাদের দল, কবেই যেন মেয়াদ উত্তীর্ণ;
স্থির বাতাস, আর মেঘ ধ্বংস হয়ে গেছে;
অন্ধকারের কোনও প্রয়োজন ছিল না।

জর্জ গর্ডন বাইরন -৩

আমি ভেনিসে দাঁড়িয়েছিলাম

আমি দাঁড়িয়েছিলাম ভেনিসে এক দীর্ঘশ্বাসের সেতুতে,
আমার এক হাতে একটি প্রাসাদ এবং অন্যহাতে একটি কারাগার:
আমি জলের ঢেউয়ের বাইরে থেকে তাকে গড়ে উঠতে দেখেছি,
যেমন যাদুকরের যাদুর কাঠির খেলা:
মেঘেরা তাদের ডানা প্রসারিত করে ভেসে যায় হাজার বছর
যেন আমার চারপাশে, এবং একটি অরুপ সুন্দর হাসি
সময়ের অনেক দূরে, যখন অনেক ভাবনার বিস্তীর্ণ ভূমীতে
দৃষ্টি যায় ডানা ওয়ালা সিংহের মার্বেল স্তূপের উপর,
শতাধিক দ্বীপে যেখানে ভেনিস রাজ্য বলে খ্যাত!
সে একটি সমুদ্র দেখায় সাইবেল, সমুদ্র আর কি!
তার গর্বিত অলংকৃত পিলারগুলো আকাশ ছুঁয়েছে
বাতাসের দূরত্বে রাজকীয় গতিতে,
জলের এবং তাদের সকল শক্তির একজন শাসক:
এবং তিনি যেমন ছিলেন - তার কন্যাগুলিও ছিল তেমন
বিভিন্ন জাতির নষ্ট হয়ে যাওয়া এবং নিরবচ্ছিন্ন পূর্ব থেকে
তার কোলে জমতে থাক রত্নভান্ডার:
কোন এক সময়ে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল বেগুনী ভোজের পোশাক এবং
তাতে অংশ নিয়েছিল রাজন্যবর্গ,
তারা ভেবেছিল তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে ।
ভেনিসে তাসোর প্রতিধ্বনি আর নেই,
গন্ডোলিয়ার নীরব সারিগুলি গানহীন;
তার প্রাসাদগুলি সমুদ্র উপকূলে মিশে হয়ে গেছে,
এবং সঙ্গীত সবসময় এখন আর শ্রুতি মধুর হয়ে ওঠেনা:
সেই দিনগুলি কালের গর্ভে - তবে এখনও সৌন্দর্য্য শোভিত;
রাজ্যেগুলোর পতন, বিবর্ণ চারু - কিন্তু প্রকৃতি মারা যায় না,
তবে ভেনিস কী প্রিয় ছিল তা ভোলা যায় না,
এর সবখানে মনোরম উৎসব,
পৃথিবীর আনন্দকেন্দ্র রুপক ইটালির!

জর্জ গর্ডন বাইরন -৪
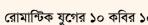
একটি কুকুরের কবর ফলক

এই এখানেঃ
একজনের অবশিষ্ট সংরক্ষিত,
যে নিরহংকারের সৌন্দর্য নিয়ে মারা গেছে,
কর্কশতা বিহীন শক্তি নিয়ে,
ভয়ংকরতা বিহীন সাহস নিয়ে,
এবং মানুষের সব গুণাবলী নিয়ে-শুধু শয়তানী বিহীন!

এ প্রশংসা, অর্থহীন অতিরঞ্জিত বিবেচিত হবে,
যদি খোদিত হয় কোন মানুষের ভস্মের উপর
স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলী.......
বোটসওাইন, একটি কুকুর।
যে জন্ম গ্রহণ করেছিল নিউফাউনল্যান্ডে মে, ১৮০৩
এবং মৃত্যবরণ করে নিউস্টিড, ১৮, ১৮০৮ তে-
যখন কোন গর্বিত মানুষের পুত্র পৃথিবীতে ফিরে আসে,
অহংকার না জেনে শুধুই জীবন নিয়ে জন্ম নেয়,
যেখানে চিত্রকলা এবং ভাস্কর্য বিষাদে ক্লান্ত করে থাকেঃ
এবং যে চির বিশ্রামে তার কৃতকর্ম থাকে উৎকীর্ণ,
যখন সব শেষ হয়ে যায়, পড়া হয় স্মৃতি স্তম্ভের গায়ে,
কিন্তু শুধু নাম নয়, সে কে, কি হওয়া উচিৎ ছিল তাও-
কিন্ত এই হতভাগা কুকুরটি আমার বিশ্বস্ত বন্ধু ছিলো।
সে প্রথমে স্বাগত জানাতো, তার আগে ছিল প্রতিরক্ষা!
তার সততার হৃদয় এখনো যে তার মালিকের নিজস্ব,
মালিকের জন্য ছিল তার পরিশ্রম, লড়াই এবং নিঃশ্বাস
অসম্মানীয় পতন, অদেখা ছিলনা তার কোন কিছুই-
পৃথিবীতে সে আত্মাকে ধরে রেখেছিলেন হয়ত স্বর্গে তা
অস্বীকার করবেন:

মানুষ যদিও পোকামাকড়ের মত নিরর্থক!(আশা করি ক্ষমাযোগ্য),
এবং স্বর্গের একমাত্র একচেটিয়া দাবি করবে।
ওহ মানুষ! তুমি এক ঘন্টার দুর্বল অনিশ্চিত একজন,
দেবতাদের দাসত্বে অভ্যস্থ, ক্ষমতায় দুর্নীতিগ্রস্থ,
যে তোমাকে ভাল করে চেনে, তারা অবশ্যই ঘৃণা
তোমাদের ঘৃণা করবে পথের ধূলোর মত।
তোমার ভালবাসা কামযুক্ত, তোমার বন্ধুত্ব সব প্রতারণা,
তোমার জিভ ভণ্ডামি, তোমার হৃদয় ছলনাময়ী!
প্রকৃতির দ্বারা নিরর্থক, সম্মানীয় প্রতিশ্রুতি দ্বারা,
তোমার স্বজাতি বর্বর হতে পারে -নির্লজ্জায়।

তোমরা! দাড়িয়েছ এই অতি সাধারণ শবাধারের পাশে,
যাও, সে তোমাকে সম্মান করেনা তার প্রতি শোক দেখানোর জন্য।
বন্ধুর অবশেষ চিহ্নিত করতে এই পাথর স্থাপিত হয়েছে;
আমি তাকে ছাড়া কাউকে চিনতাম না-যে এখানে শুয়ে আছে।

হে টমাস মুর

১।
এখন আমার নৌকা তীরে-
আমার আর্তনাদ সমুদ্রের উপরে ভাসমান;
তবে টম মুর, আমি যাওয়ার আগে বলে যাই
এখানে তুমি ফুলে ফেঁপে দ্বিগুণ!
২।
দীর্ঘশ্বাস রেখে গেলাম-আমাকে ভালোবাসেন তাদের জন্য,
তাদের জন্য প্রাণখোলা হাসি, যারা আমাকে ঘৃণা করে;
এবং দেখ, কি বিশাল আকাশ আমার উপরে আছে,
এখানে এক একটি হৃদয় বাস করে প্রতিটি ভাগ্যের জন্য ।
৩।
যদিও সমুদ্র আমার চারপাশে বিপুল গর্জন করছে,
আমি নিশ্চিত, এর বুক আমাকে বহন করবে;
জানো যদি আমাকে ঘিরে থাকে একটি মরুভূমি,
আমি জানি, সেখানেও ঈশ্বর ঝর্ণা রেখে দেবে-বাঁচার জন্য।
৪।
কূপের শেষ বিন্দু পানিও যদি না থাকে,
আমি হাঁটতে হাঁটতে শেষ মুহূর্তে-
জ্ঞানহারা হয়ে পড়ার আগেই,
তুমি সেই-তোমার কাছে আমি পান করবো!
৫।
আমি সেই পানিতে, যেন প্রাণদায়ী মদিরা,
আমি অর্ঘ্য হিসাবে ঢেলে দেবো-
যেন তোমার আমার শান্তির জন্য-শান্তি হওয়া উচিৎ-
এবং টম মুর তোমার সুস্বাস্থ্য কামনায়।

একটি খুলির পেয়ালায় খোদিত কথামালা

না, এভাবে শুরু করোনা, মনে করোনা যে আত্মা পালিয়ে গেছে:
আমার একমাত্র খুলি-
যা থেকে, একটি জীবন্ত মাথার মত নয় হয়ত,
কিন্তু এখানে যা প্রবাহিত হয় তা কখনই ম্লান হয় না।
আমি বেঁচে ছিলাম, ভালবাসতাম-আমিও তোমার মতো চিৎকার করতাম:
মারা গেলাম: পৃথিবী আমার হাড়গুলিকে পরিত্যাগ করুক;
মাটিতে আত্মসাৎ করুক – তাতে আমার কিছু আসে যায়না;
তোমার চেয়ে লাশ খেকো পোকার ঠোঁট আরও শক্তিশালী।
সবচে ভাল তরতাজা উজ্জল আঙুর ধরে রাখা,
আর মাটির পোকাদের যত্নে পেলেপুষে বড় করা;
এবং বৃত্তাকার পানপাত্র তৈরি করা-
সেখানে থাকবে ঈশ্বরের জন্য পানীয় এবং সরীসৃপের জন্য খাবার।
একবার যেখানে আমার মেধা বিকশিত হয়েছে;
তবে তার সহায়তায় আমাকে উজ্জ্বল থাকতে দাও!
এবং কখন, হায়! আমাদের মস্তিষ্ক গেছে চলে,
বল, মদের চেয়ে বিকল্প মহত্তা আরে কিসে?
যা এখানে পান করেত পারো, তবে অন্য কোথায় কেন!
এখানেই শুরু কর আমার মত-
পৃথবীর গ্লানি থেকে তুমিও উদ্ধার পেতে পারো ,
মৃতদের সাথে ছন্দে ছন্দে মজাও করতে পারো।
তুমি যতক্ষন পারো-তবে আরেকবার দৌড় চলুক!
যখন তুমি এবং তোমরাও ছড়িয়ে পড়,
হয়ত পৃথিবীর আলিঙ্গন থেকে উদ্ধার করতে পারে,
এবং তারপর আবার কবিতা এবং মৃতদের সাথে মজা করা।
বল কেন নয়? জীবনের সামান্য দিন গুলোতে-
জানো, আমাদের মাথা কত দুঃখজনক স্মৃতি উৎপাদন করে;
মাটি ও পোকাদের থেকে হয়তো রেহাই পেটে
হ্যাঁ, এই সুযোগটি খুব উপযোগী হবে!

সেন্নাচেরিবের ধ্বংস

নেকড়ে বাঘের মতো নেমে এসেছিল অ্যাসেরিয়ান,
বেগুনি এবং সোনা রঙে যেন জ্বলছিল তাঁর দলগুলি;
তাদের বর্শার ঝিলিক যেন সমুদ্রের তারার মত,
নীল তরঙ্গ যেমন নিশুতি রাতে গ্যালিলিতে গড়িয়ে পড়ে।
গ্রীষ্মে বনের পাতার মতো সবুজ হলে যেমন,
সূর্যাস্তের সময় তাদের ছবিগুলি কি রঙিন দেখা যায়;
শরতের হাওয়ায় বনের পাতার মতো ঝরে পরে যায়,
পরের দিন, শুকানো সংযোগে আবার গজায় নতুন করে।
মৃত্যুর দেবদূত তার ডানা ছড়িয়ে দিয়েছিল বাঁশীতে,
যেতে যেতে সে তার শত্রুর মুখে নিঃশ্বাস ফেলে গেল;
এবং ঘুমঘুম চোখ আরো তীব্রতায় শীতল হয়ে উঠল,
এবং তাদের হৃদয় কিন্তু যা ছিল চঞ্চল, হয়ে গেল স্থির!
এবং তার ঘোড়া থাকে নাক বরাবর ধাবমান,
কিন্তু অহংয়ের নিশ্বাস ঘুর্নামান শুধু নয়;
এবং সাদা ফেনা গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে তৃণভুমীতে,
এবং শীতলতা পিচকারি দেয় এই পাথুরে গতিতে।
এবং সেখানে ঘোড়াটি বিকৃত এবং ফ্যাকাশে,
তাঁর কপালে শিশির এবং মরিচা মুখ বন্ধনীতে;
এবং সকল তাঁবুগুলি ছিল নীরব, নিশানগুলিও একা ,
বর্শাগুলোও হয়নি তোলা, ফুঁৎকারহীন একাকী শিংগাটি ।
এবং আশুর বিধবাগণ শোকে উচ্চস্বরে বিলাপ করছিল,
বিচূর্ণ হয়েছিল বাল দেবতার মন্দিরের প্রতিমাগুলি;
এবং তরোয়ালে নিরস্ত করা হয়েছিল ওই ইহুদীদের শক্তি,,
সেখানে ঈশ্বরের দৃষ্টি গলে গিয়েছিল তুষারের মত।

অদম্য, অদম্য

অদম্য, অদম্য,
হ্যাঁ, হৃদয় চারপাশে বাস করবে;
না শুনতে পারে কান, না কথা বলতে জিভ,
ভেতরের সেই নরকের অত্যাচার!
তবে পৃথিবীতে প্রথম ভ্যাম্পায়ার বলে যে প্রেরিত,
তোমার সমাধিটি তার সমাধিকেই ভাড়া দেওয়া হবে:
তারপরে সে আদি জায়গাটি হবে ভয়াবহভাবে অন্ধকার,
সমস্ত জাতির রক্ত চুষে নাও;
সেখানে তোমার মেয়ে, বোন, স্ত্রী,
মধ্যরাতের স্রোতে গোপনে ভেসে যাবে কত জীবন;
তবুও নেহায়েত ঘৃণা কর সেই ভোজকে
তোমার ভয়াভতকে জীবিত মৃতদেহ খাওয়াতে হবে:
যে শিকাররা তাদের শেষ নিশ্বাসের আগে
দানবদের তাদের পূর্বপুরুষেরকথা জানতে হবে,
তার তাকে অভিশাপ দিয়েছে, তুমি তাদের অভিশাপ দিয়েছ,
তোমার জীবনের ফুলগুলি কান্ডে শুকিয়ে গেছে।
তবে হ্যাঁ, তোমার অপরাধের জন্য একটি অবশ্যই পড়ে যাবে,
তোমার সবচেয়ে কনিষ্ঠ, সবার প্রিয়,
আশীর্বাদিত হবে পিতার নামের অনুসরণে -
সেই শব্দটি তোমার হৃদয়কে জ্বলন্ত শিখায় জড়িয়ে দেবে!
তবুও তুমি অবশ্যই দায়িত্ব শেষ করবে এবং লক্ষ্য করবে
তার গালের বদলে যাওয়া, তার চোখের শেষ দ্যুতি-
এবং গালের শেষ উৎফুল্লতা অবশ্যই দেখতে হবে
যা তার নির্জীবতার নীলকে জমাট বাধবে;

তারপরে তোমার অশুচি হাত দিয়ে ছিঁড়ে ফেলতে হবে
তার হলুদ চুলের বন্ধনী,
যা জীবনকে করবে কর্তিত-
স্নেহের সবচেয়ে প্রিয় অঙ্গীকার যা ছিল,
তবে এখন আপনি বহন করবে,
তা করবে তোমার যন্ত্রণার স্মৃতি!

জর্জ গর্ডন বাইরন -৯
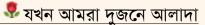
আমরা দুজন যখন আলাদা হয়ে গেলাম
নীরবতায় ও অশ্রুতে,
হৃদয়কে চুরমার করে,
বিচ্ছিন্ন বছরের পর বছর ধরে
তোমার গালে হয়তো ঠান্ডা বেড়ে ফ্যাকাশে,
তোমার চুম্বনের চেয়ে শীতল;
সত্যিই এই ছিল পূর্বাভাস
আজকের এই দুঃখ।
সকালের শীতল শিশির
শীতলতা লাগিয়ে রাখে আমার ভ্রুতে-
এটা যেন সতর্কতা,
আমি এখন যা অনুভব করছি।
তোমার শপথ সব ভেঙে গেছে,
আর আলো যা ছিল তোমার খ্যাতি;
আমি তোমার নাম বলতে শুনেছি,
এবং যা লজ্জায় সাথে।
আমার আগে তারা তোমার নাম নেবে,
আমার কানে ঘন্টাধবনি বাজবে;

তার সাথে আমার ভেতরে কাপুনি আসে-
ভাবি-তুমি আমারএত প্রিয় কেন?
আমি যে তোমাকে জানতাম তারা জানে না,
কে আমার চেয়ে খুব ভাল জানে!-
এ অনুতাপ আমার দীর্ঘ, দীর্ঘ দিনের-
গভীরভাবে বলার জন্য এ শব্দ।
গোপনে আমরা কত দেখা করেছি—
নীরবে আমি দুঃখিত হয়েছি
যে তোমার হৃদয় ভুলতে পারে,
সেতো আত্মা প্রতারণা।
আর কি দীর্ঘ বছর পরে তোমার সাথে দেখা করা উচিত,
আমি কি বলে ডাকবো তোমাকে- কি সম্ভাষণে? -
নীরবতা আর অশ্রু নিয়ে!

জর্জ গর্ডন বাইরন -১০

🌹 আনন্দময় পথহীন বনভূমি

গভীর অরণ্যে পথহীন- এতেও আনন্দ আছে,
আনন্দ আছে নিঃসঙ্গ বেলাভূমীতে,
সমাজ এমন, কিছু যেখানে কেউ প্রবেশ করতে পারেনা,
গভীর সমুদ্র গর্জনে আছে এক ধরণের সংগীত:
তাই বলে আমি মানুষকে কম ভালোবাসি তা নয়,
তবে প্রকৃতিকে একটু বেশি,
এই নিভৃত সাক্ষাৎকার, যা সব কিছু থেকে গোপন রেখেছিলাম,
আমার মহাবিশ্বের সাথে মিশে যাওয়া-একান্তে অনুভব,
যা না পারি প্রকাশ করতে, না পারি লুকিয়ে রাখতে।
উত্তালতা চলতে থাক,তোমার গভীর নীল সাগরে-চলতে থাক!

দশ হাজার জাহাজের বহর তোমার উপর দিয়ে বৃথা যায়;
মানুষরা পৃথিবীকে ধ্বংসস্তুপের সাথে তুলনা করে -
তারও নিয়ন্ত্রণ তীরের সাথে;
জলের সমভূমিতে ধ্বংস তোমার কাজ,
নতুবা মানুষ ধ্বংসের তাড়নায় তোমার ছায়া-বাঁচাও তাকে!
যখন এক মুহূর্তের জন্য, বৃষ্টির ফোঁটার মতো,
সে কান্নায় ডুবে যায় গভীরতায় এক ফোটা জলের মত,
কবর ছাড়া, সম্মানহীন, কফিনহীন এবং অজানায়।
তাঁর পদক্ষেপগুলি তোমার পথে নয় - সেই দেশগুলো
তাঁর জন্য কি বিধ্বংসী নয়, তুমি উত্থিত হও-
এবং তার কাছে থেকে সরে যাও;
তিনি যে নীতিহীন শক্তি চালায় পৃথিবীর ধ্বংসের জন্য-
তুমি তার সব অবজ্ঞা করেছ;

তুমি তাকে পদ দলিত করেছ আকাশে প্রস্ফুটিত হওয়া থেকে,
এবং তাকে পাঠালে, সেই ভয়ানক রক্তাক্ত বিচ্ছুরণের মাঝে-
এবং তাঁর দেবতাদের কাছে চিৎকারে কান্নায় প্রার্থনা করতে,
সেই দিকে যেখানে তিনি থাকেন.........
তিনি হয়তো মনে করেন, কোন এক বন্দরে বা উপসাগরে
আবার তাকে পৃথিবীতে ছুঁড়ে ফেললে কেমন হয়!

**চিল্ড হ্যারল্ডের তীর্থস্থান

জন কিটস (১৭৯৫-১৮২১)

জন কিটস -১

আমার ভয় কখন যেন থেমে যাই

আমি সারাক্ষণ আশঙ্কায়- কখন যেন থেমে যাই-
আমার কলম অনবরত মস্তিষ্কে খুঁজে বেড়ায়,
এটাই অভ্যাস বইয়ের বোঝা ঘাটার আগে,
শস্যভান্ডারের মত পাকা দানাগুলিকে সংরক্ষণ করা;
আমি নিশুতি রাতে তারার দিকে চেয়ে থাকি,
অজস্র মেঘেরা প্রতীকি রোমান্টিকতায় আমার চার পাশে,
এবং ভাবো, তবুও আমি বেঁচে থাকার চিহ্ন খুঁজে পাইনা-
তাদের মায়াবী ছায়া, নানা সুযোগের অলৌকিকতায়;
এবং তা গভীরভাবে অনুভব করি, সাধারণ একটি প্রাণীর মত!
যে আমি তোমাকে আর কখনই দেখতে পাবো না,
জ্বলন্ত আগুনেও যে আর আর স্বাদ পাবে না-
সেই অপ্রকাশিত প্রেমের! — তারপর সেই বেলাভুমীতে
বিস্তৃত বিশ্বের সামনে আমি একা দাঁড়িয়ে, মনে করবো:
ভালবাসা, প্রেম এবং খ্যাতি কিছুই ডুবে যায়না।

জন কিটস ২

হেইডনের কাছে
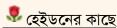
হেইডন! ক্ষমা করো আমাকে, আমি সাজিয়ে বলতে পারি না-
আমি জনি অবশ্যই এই মুখের কথা অনেক শক্তিশালী;
আমার ইগলের ডানা নেই, তাঁর জন্য ক্ষমা কর—
আমি জানিনা মন যা চায় তা কোথায় কেমন করে চাইতে হয়:
এবং আমি ভাবি যেন আমি অতি নম্র হয়ে না উঠি-
আবেগে একটি বজ্রপাতের মত বিভাজিত হয়ে না যাই,
এমনকি হেলসিকোনিয়ানের ঝর্ণা পর্যন্ত-!
আমার মধ্যে কি এইরকম একজন বেখেয়ালিপনা রয়েছে?
তুমি কি এও ভাবো, এ সবকিছুর অবদান তোমার হওয়া উচিত;
আর কার বল? এত কে তোমার পোশাকের গোড়ালি পর্যন্ত নজর রেখেছে?
কারণ, যখন পুরুষরা ঐশ্বরিকতার দিকে তাকায়-
চোখ উল্টায় বোকামির সাথে – এক ধরণের উদাসীনতা দেখায়
তুমি হয়তো সন্ধ্যাতারার উজ্জ্বলতা দেখেছো-
পুর্বাকাশের এই নক্ষত্রকের তারাও পূজা করতে গিয়েছিল!

এলডিন মার্বেলসঃ গ্রীসের প্রখ্যাত মার্বেল খোদাই
বেঞ্জামিন হেইডনঃ একজন তৎকালীন চিত্রকর

জন কিটস-৩

একটি বিষাদী গাঁথা

১।
না, না, *লেথের পথে যেও না, বা অহেতুক ঘাটাবে না,
নেকড়ে-জঙ্গল, কেমন শক্ত শিকড়ে বাকড়ে
বিষাক্ত মদিরা বৃক্ষ সেখানে জড়াজড়ি;
এবং তুমি-তুমিও-
সেখানে তোমার ফ্যাকাশে কপাল চুম্বন করতে দাওনা!
রাতের অন্ধকারে, খুঁজে পাওয়া রঙীন চুনী *প্রোসপাইনের আঙ্গুর;
আর প্রয়োজন নেই ইউ-বেরির জপমালা গাঁথা,
দেখ, কোন পোকা মাকড় বা কীট পতঙ্গের যেন মৃত্যু নাহয়,
তোমার শোকার্ত মন, যেমন বিষাদী পেঁচা-
তোমার সকল রহস্যময় দুঃখের সাথী;
আঁধারে আঁধারে নিয়ে আসে আধোঘুম আধো জাগরণ,
এবং সেই ভাল- আত্মার জাগ্রত যন্ত্রণাকে ডুবে যেতে দাও!
২।
কিন্তু যখন বিষাদের শব্দমালায় কিছু রচিত হয়;
স্বর্গ থেকে হঠাৎ যেন ক্রন্দনরত মেঘ,
যা সমস্ত ঝুঁকে পরা ফুলকে লালন করে,
এবং এপ্রিলে সবুজ আচ্ছাদনে পাহাড়টি লুকিয়ে রাখে;
তারপরে এক সকালে উঠে সেই দুঃখকে ছড়িয়ে দেয়,
পরিপূর্ণভাবে সকালের গোলাপী আভায়,
অথবা সমুদ্রের লবণাক্ত জলের উপরের রং ধনুতে;
অথবা লতিয়ে যাওয়া সেই ঘাসের উপরে-
অথবা যদি তোমার প্রেমিকা সত্যি বিরক্তি ও রাগ দেখায়,
তার নরম হাতটি মমতায় ধরো, এবং তাকে উৎসাহিত কর,
এবং ডুবে যাও তাঁর ভালোবাসায় চোখের গভীরে।

৩।
সে এমন সৌন্দর্য নিয়ে বাস করে, সেই সৌন্দর্যেরও মৃত্যু হবে-
এবং আনন্দ, যার হাত সর্বদা তার ঠোঁট ছুয়ে থাকে-
বিদায়ের আদেশ; এবং খুশী কাছাকাছি যুগপৎ থাকে,
মৌমাছির চুমুকে সব কি বিষে পরিণত হচ্ছে:
হ্যাঁ, সব আনন্দের মন্দিরে-
শোকের ওড়নায় ঢাকা সার্বভৌমত্তের মাজার রয়েছে,
যদিও দেখা যায় কারো কড়া জিহ্বা তাকে রক্ষা করতে পারেনা;
আনন্দ, কারো তালুতে- আঙুল পেশাতে গলে যায়;
তার আত্মা অবশ্যই তার শক্তির যে দুঃখ-
তার স্বাদ গ্রহণ করবে!
এবং বিষাদী মেঘের মধ্যে তাঁর জয়ের স্মৃতিরা এভাবেই ঝুলে থাকে!

**লেথ-গ্রীক পুরাণে মৃত্যু পুরীর বিস্মরণের নদী
**প্রোসপাইন-লাল ওয়াইনের দেবী

জন কিটস-৪
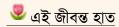
এই জীবন্ত হাত

এই আমার জীবন্ত হাত, দেখ কি উষ্ণ এখনও এবং সক্ষম,
আন্তরিকভাবে উপলব্ধি কর, যদি এই হাত দুটি ঠান্ডা হতো_
এবং সমাধির মাঝে নীরবে বরফ শীতলতায় !
সুতরাং তোমাকে হানা দেয় সেই বরফ দিনগুলিরস্বপ্নেরা-

তুমি কি চাওনা তোমার হৃদয়ের রক্ত উষ্ণ হতে ?
তাহলে আমার শিরায় লাল জীবন আবার প্রবাহিত হতে পারে,
এবং তুমি বিবেককে শান্ত কর - দেখ এই যে এখানে-
পুরো হৃদয়টা শুধু তোমার জন্য!

একটি গ্রীসিয়ান ভস্মাধারের গাঁথা

তুমি এখনো বধু, এই ভস্মাধারে, নিস্তব্ধ নীরবতায়!
তুমি যে নির্জনতার শিশুকে লালন করে যাও ধীর সময়ের পথে।
ইতিহাসবিদ সিলভান, সেও পারেনি লিখে যেতে যথাযথ-
একটি ফুলেল গল্প যা আমাদের কবিতার চেয়ে অনেক মিঠেঃ
ভস্মাধার, তোমার উপরে যে নকশা- তা তোমার আকৃতি দেব দেবতার
অথবা নশ্বরদের অথবা উভয়ের!
নিপুণ ভাবে সজ্জিত *আর্কেডির মত?
এরা কোন মানুষ না দেবতা? কোন কুমারীর বিরক্তিকর ছবি?
পাগলাটে? পালাতে সচেষ্ট?
কাঠের নলাকার কি বাঁশী? কি বন্য পরমানন্দ?
সেগুলি শোনা যায় না অথচ সুরগুলি মিষ্টি,
মিঠে; অতএব, তুমি নরম বাঁশী বাজিয়ে যাও;
বোধের কানে নয়, বরং আরও প্রিয়তা ভেবে!
কোন কোন আওয়াজ বিহীন আধ্যাতিক বাঁশী,
হে সুন্দর যুবক, গাছের ছায়ায়, তুমি ছেড়ে যেতে পারবে না-
কখনও সেই গাছগুলিকে তোমার গান খালি থাকতে দেয়না;
সাহসী প্রেমিকা, অথচ তুমি চুম্বন করতে পারবে না,
যদিও বিজয় বড় নিকটে — তবুও দুঃখ করবে না;
সে তোমাকে ম্লান করতে পারবে না, যদিও তোমার নিজের আনন্দ নেই,
চিরকাল তুমি ভালবাসবে, এবং সে হবে আরো লাবণ্যময়ী!

আহ্, কি সুন্দর বৃক্ষ শাখা! যে ছায়া দিতে পারে না-
তোমার পাতাগুলি, কোন বসন্তে রং বদলায় না;
এবং সুরেলা সুখী, কোন সাজে নয়,
সর্বদা নতুন সুরের জন্য;
আরও ভালবাসা! আরও সুখী, আরও সুখী ভালবাসা!
সর্বদা উষ্ণ এবং উপভোগ্য,

চিরকাল যেন একটি শ্বাসেই, এবং চিরকাল যুবক;
মানুষের শ্বাস প্রশ্বাসের অনেক উপরে,
যদিও এটি একটি হৃদয় বিদারক।
যার কপাল জ্বলন্ত এবং একটি অতি স্বাদের জিহ্বা।
কারা তবে উৎসর্গ করতে আসছে?
কি অদ্ভূত সবুজ বেদী, ওহ, রহস্যময় পুরোহিত!
তোমার কথায় এ যেন আকাশ নীচে নামছে,
এবং তার সমস্ত রেশমী আলো ফুলের মালায়?
নদী অথবা ফেনিল সাগরেরে তীরে কোন ছোট্ট শহর,
অথবা পর্বত নির্মিত এক শান্তিপূর্ণ দুর্গ,
মানুষের শূন্যস্থান কি এই পবিত্র ধর্মগ্রহ?
এবং, খুব ছোট্ট শহর, তোমার রাস্তাগুলি চিরকালের-
এবং অদ্ভূত নির্জনতা; কোন আত্মাই কথা বলে না-
তুমি চিত্র, কেন এত নির্জন, তারা কি ফিরতে পারেনা।
হে অলংকৃত আকার! সুন্দরতম! নঁকশীকৃত
মার্বেল পুরুষ এবং কুমারীদের মধ্যে-
পর্বতের পাদদেশে বন শাখা এবং আগাছা ঝোপ;
তুমি, গভীর নির্জনতা, আমাদের চিন্তাভাবনা শান্ত করে
যেমন অনন্তকাল: শীতল যাজকের মত,
যখন বৃদ্ধ বয়স এই প্রজন্ম নষ্ট করবে,
তুমি রয়ে যাবে অন্যরকমের দুর্ভোগের মধ্যে
আমাদের চেয়ে, মানুষের বন্ধু, যাকে তুমি বলবে,
‘সৌন্দর্যই সত্য, সত্যই সৌন্দর্য‘ - এটাই সব-
তোমরা পৃথিবীতেই জান এবং তোমাদের জানারও দরকার।

আমি তোমার করুণা চাই; করুণাময় ভালবাসা!

ফ্যানির কাছে।

আমি তোমার কাছে চাই করুণা, করুণা এবং ভালবাসা!
করুণাময় প্রেম ছিলনা তোমার, যা আরাধ্য ও কল্পিত-
এককামী, উন্মুক্ত নয়, নয় নির্লজ্জ ভালবাসা,
খোলা, এবং যা দেখা যায়- যা বুঝতে পারা যায় !
প্রিয় ফ্যানি! আমাকে সব দিয়ে দাও, শুধু চাইবো তোমার সবই আমার হোক!
সেই আকৃতি, সেই নৈতিকতা, মিষ্টি ছোট ছোট স্মৃতি,
ভালবাসা, তোমার হাত ছুঁয়ে দেখা, হতে পারে ছোট্ট চুম্বন, এই হাত, ডুবে যাওয়া চোখে- সবই যেন স্বর্গীয় ,
উষ্ণ, সাদা, আলোময়, আনন্দময় তোমার খোলা বুকটা শুধু আমার জন্য;

নিজেকে-তোমার আত্মা, দুঃখ- দয়া করে আমাকে সমস্তকিছু দিয়ে দাও,
তোমার দেহের সকল পরমাণু,
যাতে বাদ না থাকে কোন কিছুই এবং মৃত্যুও-
তোমার শারিরীক এবং মানসিক আবাস।
ভুলে যাও, যত অলস দুর্দশায় ভুল,
জীবনের উদ্দেশ্য, মনের যত স্বপ্ন, যা হারিইয়েছো, এবং সেই সব অন্ধ উচ্চাকাঙ্ক্ষা!
আমি আবার আলো জ্বালিয়ে দেবো তোমার সমস্ত কুলংগীতে-
শুধু তুমি বিশ্বাস আর ভালবাসা নিয়ে থেকো!

সুরেলা পাপিয়ার গাঁথা
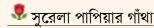
১।
এটা আমার হৃদয়ের ব্যথা, একটি ঝিমধরা অসাড় ব্যথা,
আমি যেন হেমলক পান করে মাতাল হয়েছি,
অথবা আফিম আমার নিঃসরন পথগুলিকে খালি করেছে-
মাত্র এক মিনিট আগে লেথের অগ্নিনদীতে-কক্ষগুলো ডুবে গেছে:
তোমার সুখের সাথে এর শত্রুতা নেই,
তোমার সুখে তবে খুব খুশি হওয়া প্রয়োজন, -
তুমি সেই শুকনো ডানাযুক্ত গাছের হালকা কিছু,
বেশ কিছু সুরেলা পরিকল্পনায়-
সবুজ বেলাভূমীতে অসংখ্য ছায়া-
তুমি গেয়ে যাও গলা ছেড়ে গ্রীস্মের গান।
২।
ও ! তৃষ্ণা নিবৃত্তের জন্য রয়েছে দ্রাক্ষা, যা রয়েছে-
দীর্ঘকাল শান্ত - গভীর খননে এই পৃথিবী।
উপকারী উদ্ভিদ এবং সবুজ আবৃত দেশ,
নাচ, এবং *প্রোভেনকালাল গান, এবং রোদে পোড়া আনন্দ!
পুরো দক্ষিণটাই একটি কাঁচ পাত্রে-
পরিপূর্ণ সত্য, লাজুক সূর্য দেবতার ঝর্ণা হিপোক্রেন,
গাঁথামালার বুদবুদগুলি কাঁপতে কাঁপতে উঁকি দেয়,
এবং বেগুনি দাগযুক্ত মুখ;
যা আমি পান করতে পারি এবং পৃথিবীকে অদেখা রেখে যেতে পারি,
তোমার সাথে ম্লান হয়ে যাই অস্পষ্ট বনভূমীতে।

৩।
বিবর্ণ দূরে, যেন দ্রবীভূত, এবং নিরালায় অলক্ষ্য,
পাতার মাঝে কি তুমিও যা জান না,
অবসাদ, সেই জ্বর এবং ক্ষয়িষ্ণু-
পুরুষরা এখানে বসে বসে একে অপরের কান্না শুনতে পায়;
যেখানে পক্ষাঘাতের অনিয়মিত কাঁপুনি, দু:খ ধূসর কেশ,
যেখানে যৌবন ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে এবং
ভূতের মত পাতলা হয় এবং মারা যায়,
যেখানে ভাবতে হবে দুঃখ পূর্ণ,
এবং নেতৃত্বের-চোখে হতাশা,
যেখানে নিস্পৃহ সৌন্দর্যের উজ্জ্বল কামুক চোখ ;
বা আগামীকলের সবুজ আশা তাদের কাছে নতুন প্রেমের।
৪।
দূরে! অনেক দূরে! আমি তোমার কাছে উড়ে যাব,
কোন সুরের দেবতার রথে চড়ে নয়,
তবে কবিতার অদেখা ডানাগুলিতে,
যদিও নিস্তেজ মস্তিষ্ক আজ বিভ্রান্ত এবং প্রতিবন্ধক:
যা ইতিমধ্যে বুঝেছো! কোমল রাত,
এবং সম্ভবত চাঁদ রাতের রানী তার সিংহাসনে রয়েছে,
চার পাশ যে বিমুগ্ধ তারা ঘিরে আছে;
কিন্তু এখানে কোনও আলো নেই,
স্বর্গ থেকে মৃদুলা বয় তার সাথে থাকো-
ঘন সবুজ গাছপালায় ছাওয়া ঘোরের মধ্যে থাকো।
৫।
কি ফুল আমার পায়ের কাছে, আমি দেখতে পাচ্ছি না,
বা গাছের শাখায় কোন নরম ধূপ ঝুলছে,
তবে, কবরিত অন্ধকারে, প্রতিটি মিষ্টি অনুমান কর-
যার সাথে মৌসুমের বাস,
ঘাস, বুনো ফল-গাছ;
সাদা কাঁটা গাছ এবং মেঠো গোলাপ;
দ্রুত ম্লান বেগুনী পাতাগুলিতে নতুন পাতা গজায়;

এবং মে মাসের বড় সন্তান,
আসন্ন কস্তুরী-গোলাপ, শিশিরে পূর্ণ মদ,
গ্রীষ্মের আগের দিনগুলিতে উড়ে গুঞ্জরিত মধুমাছি।
৬।
আমি শুনি অন্ধকারেও; এবং, বারবার,
জানো, আমি সহজ মৃত্যুর প্রেমে পড়েছি
তাকে অনেক মধু শব্দে কবিতায় নাম ধরে ডাকবো,
বাতাসে আমার বিশুদ্ধ নিঃশ্বাস নিতে;
মৃত্যুই যেন এখানে সবচে মূল্যবান,
কোনও ব্যথা ছাড়াই মধ্যরাতে থেমে যাওয়া,
হ্যাঁ, উল্লাসে এক পরম্পরা থেকে পরম্পরায়!
তবুও তুমি গান কর, আমার কান যেন বৃথা না যায়-
দোহাই, আমার স্তব গীত জোরে গেয়ে যাও।
৭।
তুমি মৃত্যুর জন্য জন্মগ্রহণ করো নি, অমর পাখি!
কোন ক্ষুধার্ত প্রজন্ম তোমাকে অবনমিত করবে না;
এই চলে যাওয়া রাতে আমি যে আওয়াজ শুনছি তা
প্রাচীন যুগে এক সম্রাট এবং যাদুকরের:
সম্ভবত সেই একই গান যা একটি পথ খুঁজে পেয়েছিল-
বিষণ্ন সমবেদনা হৃদয়ের মধ্য দিয়ে, কখন মুগ্ধ হয়-
সে ভিনগ্রহের মাঝে কান্নায় দাঁড়িয়ে;
প্রথম বারের মত একই-
মনোমুগ্ধকর যাদুর গল্প, সব যেন বুদবুদে খোলা-
বিপদজনক, অবহেলিত পরীর দেশে।
৮।
অবহেলিত! শব্দটি ঝঙ্কারের মতো
আমাকে তোমার কাছে থেকে আমার সরিয়ে নেয়া!
বিদায়! অভিনবতা এত ভাল প্রতারণা করতে পারে না-
সে যেমন করে - সেই প্রতারক পরী।

বিদায়! বিদায়! তোমার বাদ্য সংগীত বেসুরো
নিকটবর্তী নিকটতম ঘাসের জমিগুলি, ঠিক বাড়ন্ত-
পাহাড়ের পাশ দিয়ে; এবং এখন গভীরভাবে কবর দেওয়া হচ্ছে-
পরের উপত্যকায়-কানন পথে:
এটা নিছক একটি এক ঝলক দৃষ্টি ছিল, বা একটি জাগ্রত স্বপ্ন?
কি সেই সংগীত- আমি কি জেগে থাকবো-ঘুমাবো?
*প্রোভেনকালাল_ ফ্রান্সের লোকভাষা

জন কিটস-৮
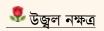
 উজ্জ্বল নক্ষত্র

হে উজ্জ্বল নক্ষত্র! আমি যেমন তোমার মত অবিচল থাকতে পারতাম-
একাকী নয় জাঁকজমকপূর্ণ রাত্রে ,
এবং দেখতাম চিরস্থায়ীভাবে অন্যদের যারা দূরে,
যেমন প্রকৃতিগত নিদ্রাহীন সন্নাসীর মতো,
চলমান জল তাদের পুরোহিতের মতো কাজ করে
পৃথিবীর মানুষের উপকূলে শুদ্ধ আচার চারপাশে
অথবা নরম নতুন পতিত মুখোশটি যেন তাকিয়ে
পাহাড় এবং বরফের চূড়ায়
না — এখনও স্থির, নক্ষত্র এখনও অপরিবর্তনীয়,
নির্লোভ ভালবাসা বালিশ আমার বুকের উপরে আরো ঘন হয়ে,
চিরকাল এর পেলবতা স্ফীততা আমি অনুভব করি,
মিষ্টি অবসরহীনতা চিরকাল জাগ্রত থাকুক,
এখনও, এখনও তার কোমল-নিঃশ্বাস শুনতে শুনতে,
এবং তাই চিরকাল বেঁচে থাকো — নাহলে মৃত্যুর মুখোমুখি হও।

জন কিটস-৯

 হৃদয়ের প্রতি গাঁথা
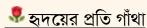
হে দেবী! এই পাখীটির সুরহীন বচন শোন-
হে প্রিয় আমার সকল মিষ্টি স্মৃতি বলছি।

এবং ক্ষমা কর যে নিতান্তই কিছু গাইতে হবে,
এমনকি তোমার স্পর্শ কাতর নিজ কানে:
অবশ্যই আমি আজকের দিনের স্বপ্ন দেখেছি, অথবা দেখেছিলাম।
জাগ্রত চোখ দিয়ে পাখাওয়ালা আমার হৃদয়কে?
আমি অরণ্যে ভাবনাহীন ঘোরাফেরা করতাম,
এবং, হঠাৎ, আমি অবাক হয়ে মূর্ছা গেলাম,
পাশাপাশি দুটি সুন্দর প্রাণী দেখেছি ঘুরছে-
গভীর ঘাসে, ফিসফিস করা ছাদের নীচে-
একটি ছোট নদী, স্পষ্ট:
পাতারা কাঁপছে, ফুলেরা ফুটছে, সেখানে দৌড়ায় যেখানে,
মিড হুশ, একটি অপরুপ ফুল, সুগন্ধযুক্ত চক্ষু,
নীল, রৌপ্য-সাদা এবং ঘিরে রেখেছে উজ্জ্বলতায়,
তারা ঘাসের বিছানায় শান্ত-নিঃশ্বাস ফেলে;
তাদের বাহু জড়িয়ে রয়েছে পাপড়িগুলোকে;
তাদের ঠোঁট স্পর্শ করেনি, তবে জানায়নি বিদায়,
যেন আধোঘুমে ঝুলে পড়া নরম হাত,
এবং প্রস্তুত এখনও অতীতের সব চুম্বনের সুংখ্যা ছাড়াতে-
তার কোমল চোখ আনত গভীর ভালোবাসার আবেশে-
চমকপ্রদ প্রেমের স্নেহময় ভোরে:
সেই পাখাওয়ালা বালককে আমি চিনতাম,
কিন্তু তুমি কে, সুখী, ওকি সুখী পাখী?
যে হৃদয় আমি দেখি তা কি- সত্য!
হে সর্বশেষে জন্মগ্রহণকারী সেরা সুন্দর মোহনীয় দৃষ্টি
যেখানে অলিম্পাসের উচ্চতাও ম্লান!
ফোবী'র নীলা অঞ্চলের চেয়েও তারার উজ্জ্বলতা
অথবা ভেস্পার, যেখানে আকাশের তারারা ঈষদুষ্ণ সুগন্ধময়;
এগুলির চেয়ে সুন্দর মন্দির যদিও তোমার নেই,
এমন কোন বেদী নেই স্তুপাকৃত ফুল নিয়ে;
বা কুমারী-গীতিকারীরা সুরেলা হাহাকার করে
মধ্যরাতের সেই বিশেষ সময়ে!

কোনও আওয়াজ নেই, কোনও রাবাব নেই, কোন বাঁশী- নেই,
ধূপের মিষ্টি গন্ধ নেই।
শিকলে কোন কম্পন ধবনিত হয় না;
কোনও ইবাদতখানা নেই, এক চিলতে ঝোপ নেই,
কোন কথা নেই, উত্তাপ নেই,
যেন ম্লান মুখের ভাব বাদীরা স্বপ্ন দেখছেন।
হে উজ্জ্বল! যদিও দেরী হয়ে গেল প্রাচীন অভিবাদন প্রদর্শনের,
হ্যাঁ, ঐ শৌখিন বিশ্বাসী বাদ্যযন্ত্র লিরির জন্য খুব দেরী হয়ে গেল,
যখন আত্মারা চষে বেড়ায় বনগুলির গাছের শাখায়,
তখন পবিত্র কর বাতাস, জল এবং আগুনকে;
যদিও সেই দিনগুলি অনেক আগেই অবসর নিয়েছে
শুভ অনুষ্ঠান থেকে, তোমার সেই আলোকিত ভক্ত,
উৎসব বলতে অজ্ঞান অলিম্পিয়ানদের মধ্যে তোলপাড়,
আমি নিজের চোখ দেখে অনুপ্রেরণা পেয়েছি এবং গাইছি।
সুতরাং আমাকে তোমার দলসঙ্গীতশিল্পী হতে দাও, এবং সেই শোক সঙ্গীত
করার জন সেই মধ্যরাতে-
তোমার কণ্ঠস্বর, তোমার বাদ্যযিন্ত্র, বাঁশী, তোমার ধূপ মোহ্নীয় মিষ্টি
শিকলের অদ্ভুত কম্পনে;
তোমার মাজার, তোমার ক্ষদ্র জঙ্গল, তোমার বাণী, তোমার উত্তানী তোমার
ম্লান মুখের ভাববাদী স্বপ্ন দেখছে।
হ্যাঁ, আমি তোমার যাজক হব এবং স্বর্গীয় কথা বলব-
আমার মনের কিছু অপরিশোধিত অঞ্চলে,
যেখানে চিন্তার শাখাগুলি, আনন্দদায়ক ব্যথায় নতুন করে জন্মে,
পাইনের পরিবর্তে বাতাসে মৃদু গুঞ্জন ধবনী তোলে:
দূরে, অনেক দূরে সেই অন্ধকার-গুচ্ছ গাছগুলি ঘিরে থাকবে
একেবারে বন্য- পাহাড়কে ধাপ ধাপে খাড়া দাঁড় হয়ে;
এবং সেখানে পশ্চিম বাতাসের দেবী, স্রোত,
এবং পাখি এবং মৌমাছির গুঞ্জন,
আমার বুদ্ধিমত্তা আর পরিশ্রমে-

শ্যাওলা ধরা ওক গাছগুলো ঘুমাবে;
এই নিবির নিস্তব্ধতার মাঝে
একটি মোহন গোলাপী অভয়ারণ্য আমি সাজাবো
কুঁড়িতে, এবং নতুন ঘন্টা, এবং নামহীন তারাদের নিয়ে,
সমস্ত উদ্যানপালক হবে সৃজনশীল রুপসীরা-
যে ফুল একবার ফুটবে করে, সে আবার আরেক ফুল ফোটাবে:
তার সমস্ত আনন্দ থাকবে শুধু তোমার
সেই ছায়াময় চিন্তাই জিততে পারে,
একটি উজ্জ্বল মশাল, এবং রাত উষ্ণকর প্রশংসা,
উষ্ণ ভালবাসা যাতে দেহের কোষে কোষে প্রবেশ করতে পারে!

জন কিটস-১০

 জর্জ কিটস: আমেরিকার একটি ভবীষ্যৎ বাণী

এটা রাতের জাদুকরী সময়,
গোলাকার জ্যোতিতে চাঁদ উজ্জ্বল,
এবং চারপাশে তারা চকচকে,
উজ্জ্বল চোখ যেন শুনতে পায় ।
তারা কি শুনবে?
একটি গান এবং মোহনীয় করার জন্য,
তারা কেম্ন জ্বলজ্বল করে দেখ,
আর চাঁদ উষ্ণ হয়ে উঠছে মোমের মত
আমি কি বলব তা শুনতে।
প্রিয় চাঁদমুখী! তোমার সোনায় অনলংকৃত কান প্রশস্ত রাখ,
শোন, নক্ষত্রেরা! এবং শোন গোলক! -
শোনো, তুমি অনন্ত আকাশ!
আমি একটি শিশুর ঘুমপাড়ানী গান করি,
হে সুন্দর আমার ঘুমপাড়ানী গান-
শোনো, শোনো, শোনো
চকচকে, চকচকে, চকচকে, চকচকে,

শোনো, আমার ঘুমপাড়ানী গান-
যদিও বুদ্ধিমত্তা, এটি রচনা করবে
এর দোলনা, এখনও লেকের মধ্যে রয়েছে—
যদিও লিনেনের পোশাক-
যা নরম, যা এখনো তুলো গাছে রয়েছে—
যদিও উলের ঠাকবে
এটি উষ্ণ, নিরীহ ভেড়ার গায়ে রয়েছে—

তারার আলো, শোনো, শোনো
চকচকে, চকচকে, চকচকে, চকচকে,
শোনো, আমার সেই ঘুমপাড়ানী গান-!
তুমি শিশু, আমি তোমাকে দেখছি! শিশু, তোমাকে খুঁজে পেয়েছি
চারিদিকে নিরিবিলির মাঝামাঝি!
শিশু, আমি তোমাকে দেখছি! শিশু, আমি তোমাকে উপলব্ধি করি
তোমার মা কত মিষ্টি তোমার কাছে!
শিশু, আমি তোমাকে চিনি! তুমি আর শিশু নেই,
তবে এক চিরকালীন কবি!
দেখ, সেই হার্প, সেই বাদ্য,
আগুনের শিখায়,
সবার উপরে সেই ছোট্ট দোলনাটি
ঝলকানি, ঝলকানি, ঝলকানি,
দৃষ্টি ফিরে যায় দূর অতীতে।
ঘুম থেকে জেগে ওঠ-,
এবং দেখ, এটি ধরে রাখতে পারে কিনা
জ্বলন্ত চোখের দিকে-
আশ্চর্য, অবাক!
এটি তাকায়, তা দেখায়, তা দেখায়,
এত সাহস কারো নেই!
তার হাত শিখার উপরে ধরে
হার্পের তারগুলোতে আঙুল ছোঁয়ায়-
ধবনিত হয় মিঠে সুর, এবং সে গায়,

মিষ্টি বোবা প্রয়াস
তুমি সেই গল্প কথক পুরোপুরি!
ও ছোট্ট শিশু
পশ্চিমী বন্য,
গল্পকথক পুরোপুরি!
বোবা প্রয়াসী সহ মিষ্টি।
কবি এখন বা কখনই নয়,
ও ছোট্ট শিশু
ও ’ত’ পশ্চিমী বন্য,
একজন কবি এখন নাকি- কখনও নয়!

পার্সি বিশি শেলী (১৭৯২-১৮২২)

পার্সি বিশি শেলী ১

 প্রেমের দর্শন
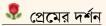
ঝর্ণা মিশে নদীর সাথে
এবং নদী মিশে সমুদ্রের সাথে,
স্বর্গের বাতাস মিশে যায় চিরকাল
একটি মিষ্টি আবেগ সঙ্গে;
পৃথিবীতে কিছুই একা নয়,
একটি স্বর্গীয় আইন দ্বারা সমস্ত জিনিস
একে অপরের মিশ্রণে-
আমি কেন তোমার সাথে নেই?
দেখ উঁচু পর্বতের চুম্বন স্বর্গে সাথে-
এবং ঢেউগুলি একে অপরকে আঁকড়ে ধরে চলে;
কোন বোনের দেয়া ফুল ক্ষমা করা হয়না-
যদি এটি তার ভাইকে তুচ্ছ করে;
এবং সূর্যের আলো পৃথিবীতে বিভক্ত হয়,
এবং চাঁদের কিরণ সমুদ্রকে চুমু দেয় —
এই সব মিষ্টি কাজের মূল্য কি
তুমি যদি আমাকে চুমু না দিলে?

পার্সি বিশি শেলী -২

একটি অনুপ্রেরণা

গিরগিটিরা নাকি আলো আর বাতাস খেয়ে বাঁচে:
আর কবিদের খাদ্য প্রেম এবং খ্যাতি:
যদি এই যত্নশীল বিস্তৃত বিশ্বের
কবিরা পারতো- একই সন্ধানী হতে
তাদের মতো সামান্য পরিশ্রমে,
কখনও কি তারা পারতো আভা বদলাতে?
যেমন আলোতে গিরগিটি করে থাকে,
আলোর প্রতিটি রশ্মিতে মিলিয়ে
হয়তো পারে দিনে বিশ বার?
কবিরা বাস করে এক শীতল পৃথিবীতে,
যেমন গিরগিটিও হতে পারে,
জন্মের প্রথমিক যুগ তাদের লুকানো
কোন এক গুহায় সমুদ্রের নীচে;
যেখানে আলো আছে, গিরগিটি পরিবর্তিত হতে পারে:
যেখানে প্রেম নেই, যা কবিরা করে থাকে,
খ্যাতি ভালবাসার ছদ্মবেশ: অন্য কিছু হলে
কখনও অদ্ভুত মনে করো না-
ওটাই কবিদের পরিসর।
তবুও বলি সম্পদ বা শক্তি রঙে রঞ্জিত যাতে না হও
একজন কবির মন মুক্ত ও স্বর্গীয়:
যদি উজ্জ্বল গিরগিটি যদি আলোর রশ্মি ও বাতাস ভিন্ন
অন্য কোন কিছু- অন্য কোন খাবার,
তাদের হয়তো বৃদ্ধি হবে পার্থিব হিসাবে
যেমন তাদের ভাই টিকটিকি।
রৌদ্রোজ্জ্বল সূর্যের সন্তানেরা,
চাঁদেরও ওপার থেকে আসে ফুল্লতা,
আহা,কি করে অস্বীকার করবে সে আশীর্বাদ!

পার্সি বিশি শেলী -৩

🌹 পৃথিবীর অসংলগ্ন ভ্রমন

১।
আমাকে বল, হে তারকা আমার, যার আলোর ডানা
আর তোমার জ্বলন্ত গতিতে তুমি গতিময়,
রাতের কোন গুহায়
তোমার পাখার সংযোগ কি এখন বন্ধ হবে?

২।
বল, হে প্রিয় চাঁদ, তুমি আকাশের ধূসর এবং ফ্যাকাশে
স্বর্গের গৃহহীন পথের তীর্থযাত্রী,
রাত বা দিনের কত গভীরতায়
তোমার এখন কি বিশ্রাম চাই?

৩।
ক্লান্ত বাতাস, বল কে ঘুরে বেড়ায়-
বিশ্বের প্রত্যাখ্যাত অতিথির মতো,
তোমার এখনও কিছু গোপন বাসা আছে
গাছে উপরে নয়তো পাতার নীচে।

পার্সি বিশি শেলী -৪

🌹 রাতের প্রতি

১।
পশ্চিমের হাওয়া বইছে দ্রুত হাঁটো,
রাতের সেই আত্মা!
ধোঁয়াটে পূর্ব গুহায় বাইরে,
যেখানে, দিনগুলি দীর্ঘ এবং বড় একা,
ওখানে তোমার আনন্দ এবং ভয়ে স্বপ্ন বোনা,
যা তোমাকে করেছে ভয়ঙ্কর ও প্রিয় -
ভাবনা সময়গুলো দ্রুত !

২।
তোমার কল্পনা একটি কারুময় রঙে মুড়ে রাখো,
তারকা-কারুকার্য খচিত!
লেগে থাকো তার চুলের সাথে অন্ধ হয়ে;
তাকে চুমু খাও ক্লান্ত হওয়া অবধি,
তারপরে শহর, সমুদ্র এবং মাঠেঘাটে ঘুরে বেড়াও,
সমস্ত কিছুকে স্পর্শ কর তোমার নেশায়
যা তোমার দীর্ঘ-চাওয়া!

৩।
আমি উঠে যখন ভোর দেখলাম,
একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলাম তোমার জন্য;
যখন আলো আরেকটু চাঙা, এবং শিশির চলে গেল,
এবং দুপুরের রোদে গাছে ফুলেরা ভারী হয়ে গেল,
এবং ক্লান্ত দিন বিশ্রামের দিকে ফিরে গেল,
অপাংক্তেয় অতিথির মতো দেরীতে,
আমি তোমার জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

৪।
হায়! আমার না আছে আশা না আছে সুস্থতা,
না শান্তি বা চারপাশে নির্জনতা,
না কোন বিষয় না অঢেল সম্পদ
না কোন অন্তরে বুদ্ধমত্তায় পরিচালিত,
যা নিরালায় হলেও গৌরবের হতো!
না খ্যাতি, না শক্তি, না ভালবাসা, না অবসর।
আমার চারপাশে যারা তাদেরকেও দেখতে পাচ্ছি —
তারা জীবনকে আনন্দ বলে হাসিমুখে; -
আমার কাছে সেই তা যেন অন্য এক পরিমাপে ।

৫।
তোমার মৃত্যু এসেছিল আর কাঁদল,
তুমি আমাকে চাও?
তোমার মিষ্টি বাচ্চা ঘুমায়, চক চকা চোখ,
মধ্যাহ্নের মৌমাছির গুঞ্জন তুলে,
আমি কি তোমার পাশে বাসা বাঁধবো?
তুমি কি আমাকে দিতে পারো? - আমি উত্তর দিয়েছি,
না, তুমি কিছুই পারো না!

৬।
মৃত্যু আসবে-তুমি মারা গেলে,
শীঘ্রই, খুব তাড়াতাড়ি—
তোমার ঘুম আসবে - তুমি পালিয়ে গেলে;
তোমাদের কারো কাছে আমি অনুগ্রহ চাইবো না-
আমি শুধু তাকে জিজ্ঞাসা করি, হে আমার ভালোবাসার রাত্রি-
দ্রুত তোমার কাছে পৌছুতে চাই,
এসো, তাড়াতাড়ি এসো!

পার্সি বিশি শেলী -৫

নেপলসের নিকটে প্রলাপের পংক্তিমালা
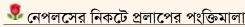
১।
উষ্ণ সূর্যটা, আকাশ পরিষ্কার,
রোদের তরঙ্গ নাচছে দ্রুত এবং উজ্জ্বলতার সাথে,
নীল দ্বীপ সজ্জিত তুষারময় পাহাড়
খর দুপুর ছড়িয়ে দিচ্ছে বেগুণি স্বচ্ছ কিরণ-
আর্দ্র পৃথিবী যেন শ্বাস নেয় হালকা করে,
এর অফুটন্ত কুঁড়ির চারপাশে;
চারপাশে আনন্দময় কোলাহলে ফুল্লরিত,
বাতাস, পাখি, সমুদ্র, বন্যা,
নগরীর মিইয়ে পড়া কণ্ঠস্বর নিজেই যেন নির্জনতার মতো নরম।

২।
আমি দ্বীপের নিরবচ্ছিন্ন শান্ত তল দেখতে পাচ্ছি
সবুজ এবং বেগুনি সামুদ্রিক ঘাসে ঘেরা;
আমি তীরে আছড়ে পড়া ঢেউগুলিকেদেখছি,
যেমন আলোর নক্ষত্র-ঝরনাগুলিতে বিচ্ছুড়িত:
আমি বালির উপরে একা বসে আছি, -
বিকেলে ভাটায় জল আলো ছড়ায় -
আমার চারপাশে ঝলকানি দিচ্ছে, এবং একটি সুর
উত্থিত হচ্ছে এর পরিমাপের গতি থেকে,
কি সুন্দর! এমন কি কোন হৃদয় আছে যা আমার আবেগের ভাগ নেবে।

৪।

তবুও আমার হতাশা এখন যেন হালকা,
এমন কি বাতাস এবং জল যেমন;
আমি ক্লান্ত শিশুর মতো শুয়ে থাকি,
আর কাঁদি জীবনের জন্য-
যা আমি বহন করেছি এবং এখনও বহন করে চলেছি,
চির ঘুম মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এ বহন চলতেই থাকবে,
এবং আমি গরম বাতাসে অনুভব করি,
আমার গাল শীতল হয়ে হবে, এবং সমুদ্র শুনতে পাবে
আমার প্রাণহীন মস্তিষ্ককে শেষ শ্বাসের ঘড়ঘড় শব্দ।

৫।

কেউ কেউ বিলাপ করতে পারে যে আমি ভালো ছিলাম,
আমি ঠিক এই সুন্দর দিনের মত যে চলে যায়,
আমার হারানো হৃদয়, খুব তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে গেছে,
অকাল শোকের তো জীবনের সাথে অপমান;
তাঁরা লোক দেখানো শোক করবে- কারণ এমন ছিলাম,
যাকে কেউ পছন্দ করে নাই- এবং দুঃখবোধও নেই।
এই দিনের মতো নয়, আর কোন সূর্য হবেনা_
এর গৌরব থাকবে অনিন্দ্য চকচকা,
দীর্ঘায়িত উপভোগ্য, যেমন স্মৃতির আনন্দ লালিত হয়।

পার্সি বিশি শেলী-৬

ফ্লোরেনটাইন গ্যালারীর লিওনার্দো দা ভিঞ্চির "মেডুসা"

সে শুয়ে আছে, মধ্যরাতের আকাশে একভাবে তাকিয়ে,
পর্বতশৃঙ্গ সুপাইন মেঘমালার উপর;
নীচে, দূরের জমি ভয়ে কাঁপতে দেখা যায়;
সৌন্দর্য এবং এর ভয়াবহতা সবই ঐশ্বরিক।
মনেহয় এর ঠোঁট এবং চোখের পাতা মিথ্যা বলে
তাঁর প্রেম ছায়ার মত, যা থেকে মাজার,
জ্বলন্ত এবং কামুক, মৃত্যু যন্ত্রণা নিয়ে নীচে লড়াই করছে ।
তবুও তাঁর ভয়াবহতা কম অনুগ্রহের চেয়ে
যা কামুকের আত্মাকে পাথরে পরিণত করে;
যার মৃত মুখের রেখাংশগুলি উপরে তাঁর
স্বভাবগুলো খোদাই করা থাকে-
শে তার ওই চরিত্রে মধ্যে বড় হয় এবং
যার খোঁজ কোনদিন সে করতে পারে না;
এখন সে 'সৌন্দর্যের সকল সুর ছুঁড়ে ফেলেছে
অন্ধকার এবং যন্ত্রণার একদম সামনে,
যা মানবিকতাঁর ঐক্যতান করে তোলে।
এবং যেমন তাঁর মাথা থেকে গজিয়ে ওঠে আরেক শরীর
জলজ পাথরে যেমন ঘাস:
তাঁর যে চুলগুলি বিষাক্ত সাপগুলো কোঁকড়ানো
এবং প্রবাহিত হয় একে অপরের সাথে আটকে যায়
জড়িয়ে যায় দীর্ঘ জট হয়ে,
এবং এ যেন অন্তহীন জড়িয়ে থাকার প্রদর্শন,
তাদের এই বিচ্ছুরিত আলো যেমন বিদ্রূপ করছিল
যার ভিতরে নিশ্চিত নির্যাতন ও মৃত্যু, আর দেখেছি
অনেকগুলি শক্ত চোয়াল ভয়ানক হিসহিসে।
এবং পাশের একটি পাথর থেকে, একটি বিষাক্ত টিকটিকি তাদের বীভৎস
চোখগুলি অলসভাবে উঁকি দেয়;

বাতাসের মধ্যে কুৎসিত বাদুর, চাপানো বোধ,
একটি উন্মাদ বিস্ময়কর পত পত করে পাখা নাড়ে-
গুহার বাইরে এই জঘন্য আলোর ফাটল,
সেখানে ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে বিশ্রী একের পর এক ওড়ে;
মধ্যরাতের আকাশ
অস্পষ্টতার চেয়ে আরও বেশি ভয়ঙ্কর এক আলো ছড়ায়।
এই ভয়ার্ত তীব্র প্রেমময়তা;
কারণ সর্পগুলি থেকে ঝলমলে এক ঝলক
জটপাকানও ত্রুটি দ্বারা প্রজ্জ্বলিত,
যা বাতাসের মধ্যে এক রোমাঞ্চকর বাষ্প তৈরি করে
যদি এক চিরচেনা আয়না হয়ে ওঠো-
তাঁর মধ্যেই সকল সৌন্দর্য্য আর নিষ্ঠুরতা-
বিষাক্ত সর্পের আদলে একজন মহিলার মুখ,
সেই ভেজা পাথর থেকে স্বর্গে- একটানা মৃত্যুর দৃষ্টি।

পার্সি বিশি শেলী -৭

পরিবর্তনশীলতা
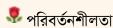
আমরা মাঝরাতের চাঁদকে মেঘের মত আড়াল করে রাখি;
উপলব্ধি করি তাঁর অস্থির গতি, এবং কম্পিত রশ্মি,
অন্ধকারকে প্রদীপ্ত করে নিজের আলোতে! শীঘ্রই
চারপাশের আঁধার মিলিয়ে যায় যেন চিরতরে:
বা ভুলে যাওয়া বীণার সুর, যার তারে অসম্পূর্ণ সুর,
প্রতিটি পরিস্থিতির- আছে নিজস্ব প্রতিক্রিয়া,
কোন কঙ্কালে দ্বিতীয়বার জীবনের গতি আসে না
পড়ে থাকে এক ধরণের অবশিষ্ট ।
আমরা বিশ্রাম নিই- ঘুমে বিষ ঢেলে দেয়ার জন্য স্বপ্নই যথেষ্ট;
আমরা জেগে উঠি- এক অদ্ভুত চিন্তা সারাদিন বিনষ্ট করে-
আমরা অনুভব করি,কারণ খুঁজে দেখি, হাসি বা কাঁদি;
হে অনুরাগী, দুর্দশাকে আলিঙ্গন কর:
এটি একই রকম!- তাই আনন্দ অথবা দুঃখ যাইহোক,
এর প্রস্থানের পথটি সব সময় অবমুক্ত:
মানুষের গতকাল তার আগামীকালকের মতো হতে পারে না;
কিছু পরিবর্তন সহ্য করতেই হয়!

পার্সি বিশি শেলী -৮

পংক্তিমালা: "যখন প্রদীপ ভেঙে যায়'

যখন প্রদীপটি ভেঙে যায় তখন
আলো মরে যায় ধূলোর ভিতরে—
যখন মেঘ ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায়-
তখন রঙ ধনুর গৌরব ছায়ার মতন।
যখন বাঁশী ভেঙে যায়,
মিষ্টি সুর হয়তো আর স্মরণে আসে না,
যখন ঠোঁটেরা কথা বলে-,
প্রিয় উচ্চারণগুলো ভুলে যায়।
২।
সংগীত যখন মোহনীয়-
তখন প্রদীপ আর বাঁশী মৃয়মান,
হৃদয়ের প্রতিধ্বনিতে তা আপনি বেজে ওঠে-
আত্মা যখন নিঃশব্দ হয়ে যায় তখন কোন গান নেই: -
শোক সুর ছাড়া আর কোনও সংগীত নেই,
একটি বিধবস্ত ঘরের মধ্য দিয়ে বাতাস বয়,
তা শুধু শোকের মাতমকারী-
তা বাজে যেন মৃত নাবিকের শরীরে অব্যাক্ত ধবনির মত।
৩।
যখন হৃদয় একবার পাঁচমেশালী ওঠে-
প্রেম তখন শক্ত নির্মিত বাসা ছেড়ে দেয়;
একা এবং দুর্বল ওঠে-
পীড়া দেয় যা একদিন ছিল।
হে প্রেম! যারা অন্তরে ধারণ কর,
এখাকার সবকিছুর দুর্বলতা,
কেন তুমি সবচেয়ে ভঙ্গুরতা নিয়ে ভাবো-
তোমার আশ্রয়, শেষ ঠিকানা এবং শববহন খাটিয়ায় কথা?

৪।
এর আবেগ তোমাকে ধাক্কা দেবে,
ঝড় যেমন কাকের দলকে উঁচুতে ঠেলে দেয়;
উজ্জ্বলতা বিদ্রূপ করবে,
যেমন শীতের কুয়াসা ঢাকা সূর্যের মতো।
তোমার বাড়িতে মাথার উপরে প্রতিটি বর্গা
পচে যাবে, আর তোমার স্বপ্নের বাড়ি
তোমাকে উলঙ্গ করে হাস্যস্পদ করে তুলবে,
যখন শীতল বাতাস আসবে-পাতারা ঝরে পড়বে।

পার্সি বিশি শেলী -৯

 ওপেন কল

এখনও যা রঙে ও গন্ধে যোগ দেয় নি,
ম্লান গত বছরের দিনগুলি ছিল দুর্বল এবং নতুন;
রাত পেছনে ফেলে যায়-
পূর্বদিকের আঁধার, সব অন্ধত্ব,
এবং নীল দুপুর আমাদের কাছে শেষ হয়ে আসে,
আরো গভীরভাবে-
সকল বোধের তরঙ্গ আমাদের পায়ে নীচে বিতর্কে লিপ্ত,
যেখানে পৃথিবী এবং সমুদ্র মিলিত হয়,
এবং সব কিছুকে একটাই মনে হয়-
এই সর্বজনীন রোদের আলোয়।

পার্সি বিশি শেলী -১০

সুরেলা কণ্ঠ যখন মারা যায়
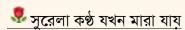
সংগীতের, যখন সুরেলা কণ্ঠ মারা যায়,
কম্পিত হয় শুধু স্মৃতিতেই-
গন্ধ, যখন মিষ্টি- তখন মনের বিষাদকে করে অবজ্ঞা ,
জীবন এমন বোধ নিয়ে বাস করে।
গোলাপ রঙ ছেড়ে যায়, মরে গেলে গোলাপ,
এবং প্রিয়তমার বিছানার পরিণত হয় আবর্জনার স্তুপে;
চিন্তা, সেও চলে যায়,
এবং তখন প্রেম ঘুম নয়; তন্দ্রা হয়ে যায়!

৫৭
রোমান্টিক যুগের ১০ কবির ১০০ কবিতা
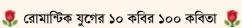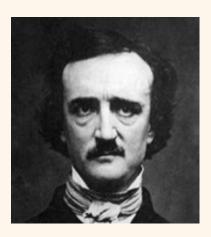
এডগার অ্যালান পো (১৮০৯-১৮৪৯)

এডগার অ্যালান পো -১

প্রিয় হেলেন কে
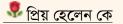
হেলেন, আমার কাছে তোমার সৌন্দর্য হলো-
প্রাচীন নিসিয়ান গাছের বাকলের মতো,
সেইযে কোমল, একটি সুগন্ধে মৌ মৌ সমুদ্র,
ক্লান্ত, পথ শ্রান্ত ভ্রমণে বিরক্ত হয়ে-
আমার ফিরে আসা তার আলয়ে।
ক্ষুব্ধ সমুদ্রের দীর্ঘপথে ঘুরে ভাসতে যে অভ্যস্ত,
তোমার হায়াসিন্ত চুল, এবং ধ্রুপদী মায়াবতী মুখ,
তোমার জলপরী আকাশ আমাকে ফিরিয়েছে পুনরায়
সেই একদার গৌরবময় গ্রীসে।
এবং সেই জাঁকজমকপূর্ণ রোম।
দেখ, নিশ্চয় অদূরে উজ্জ্বল জানালার কুলুঙ্গিতে
কেমন মূর্তির মতো, তোমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি!
তোমার হাতে আকিকের বাতি-
আহ! উৎসারিত বোধের অঞ্চলগুলি-
যা পবিত্র ভূমি!

এডগার অ্যালান পো -২

আমার মাকে

যেহেতু, আমি অনুভব করি- উপরে- স্বর্গে,
দেবদূতেরা, ফিসফিস করে বলে- একে অপরকে,
সদা জ্বলন্ত প্রেমের শর্তগুলির মধ্যে উল্লেখিত,
'মা,' এর মতো ত্যাগী আর কেউ নেই-
অতএব সেই প্রিয় নামটি দিয়ে আমি তোমাকে ডেকেছি দীর্ঘকাল,
তুমি; আমার কাছে মায়ের চেয়ে বেশি কিছু-
এবং আমার হৃদয়কে পূর্ণ করেছো তোমার হৃদয় দিয়ে,
যেখানে মৃত্যু তোমাকে অধিষ্ঠিত করেছিল-
আমার ভার্জিনিয়ার মোহকে মুক্ত করতে!
আমার মা, গর্ভধারিনী মা, যিনি অনেক আগে মারা গেছেন,
তুমি ছাড়াও কিন্তু আমার মা ছিল; কিন্তু তুমি-
এমন একজনের মা, আমি তাকে খুব ভালবাসি;
এবং তার মায়ের কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় যে-
সে আমার অনন্ততায়-আমার স্ত্রী-
আমার আত্মা থেকে তার জীবন আমার কাছে সবচে প্রিয়।

অশান্ত উপত্যকা

একদা এই নির্জন উপত্যকাটি হাসতো
যেখানে কোন মানুষ বাস করত না;
তারা গিয়েছিল যুদ্ধে,
তারাগুলোতে অগাধ বিশ্বাসে চেয়ে চেয়ে,
রাত্রিকালে, তাদের গাঢ় নীল টাওয়ার থেকে,
আকাশে তারাফুলের উপরে একনিষ্ঠ নজর রাখা,
এর মাঝে প্রতিদিন
লাল সূর্যের লাল আলো আলস্যভাবে শুয়ে আছে।
প্রতিটি দর্শনার্থীকে এখন স্বীকার করতে হবে
এ উপত্যকার দুঃখ আর অস্থিরতা।
গতিহীন কিছুই নেই এখানে-
এখান আকাশে বাতাসে নতুন কিছুই সৃজিত হয়না
যাদু নির্জনতায়।
আহা, কোন বাতাসে গাছগুলি আলোড়িত হয় না
তার স্পন্দন ধীরে ধীরে ঠান্ডা সমুদ্রের মতো
চারপাশে কুয়াশার চাদর!
আহা, কোন বাতাসে এই মেঘগুলি ভাসে যায় না-
কোন ধ্বনি স্বর্গ চঞ্চল করেনা-
অস্বচ্ছন্দভাবে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত,
অবজ্ঞা এবং মিথ্যা সেখানে-
মানুষের চোখের ভিতর-
সেখানে তিনটি লিলির উপরে তার তরঙ্গ বয়ে যায়
আর নামহীন এক কবরের উপরে কাঁদো!
সেই তরঙ্গ: - তাদের সুগন্ধি আসে,
শাশ্বত শিশিরের ফোঁটা ফোঁটা ঝরে-
তারা কাঁদে: - তাদের সূক্ষ্ম কান্ড থেকে-
বহুবর্ষী অশ্রু রত্ন হয় ঝরে।

এক জান্নাতে

আমার সাথে তুমি যা করেছো , ভালোবাসা,
যার জন্য আমার হৃদয় ম্লান ছিল-
অথৈ সমুদ্রে সবুজ দ্বীপ, ভালবাসা,
একটি ঝর্ণা এবং একটি উপাসনালয়,
সব সেখান যা ছিল, হুর, ফল এবং ফুলের সমাহার,
এবং সব ফুল আমার ছিল।
আহ্, শেষ পর্যন্ত সে স্বপ্ন ছিল খুবই উজ্জ্বল!
আহ, তারকাময় আশা! যে উত্থিত হয়েছিল
অথচ মেঘে ঢাকা পড়ে গেল!
ভবিষ্যত থেকে কান্নার ধবনি ভেসে আসে,
চলছে! চলছে! - তবে ও অতীতের উপর
(অস্পষ্ট উপসাগর) আমার আত্মা ঝুলে আছে মিথ্যায়-
নিঃশব্দ, গতিহীন, আতংকগ্রস্ত!
হায় হায়! হায়! আমার সাথে
আর জীবনের আলো নেই!
আর নেই — আর নেই — আর নেই —
(এ কথকথা যেমন সমুদ্রকে ধারণ করে থাকে
তীরে বালিরা)
বজ্রাহত গাছেও ফুল ফোটে,
তার উপরে ঈগলেরা ওড়ে!
এবং আমার সকল দিন প্রশান্তিময়,
এবং আমার স্বপ্ন রাত্রিময়-
এবং তোমার দৃষ্টি যেখানে যায়-
এবং যেখানে তোমার পায়ের চিহ্ন আলোকিত
কোন আকাশের নৃত্যে,
কোন চিরন্তন ভাবনায়।

স্বপ্নের ভিতরে স্বপ্ন

তোমার কপালে চুম্বন রইলো!
এবং এখন থেকে বিচ্ছেদ,
এইভাবে সত্য জানতে দিও:
তুমি কিন্তু মোটেও অবাঞ্চিত নও এখনো
আমার সেই দিনগুলি স্বপ্নের মত ছিল;
তবুও যদি সব আশা নিঃশেষ হয়ে যায়
একটি রাতে, বা একটি দিনে,
হয়তও কোন চিন্তায় অথবা এমনি-
তাহলেই কি কম যাওয়া?
যা আমরা দেখি বা মনে করি
তা কিন্তু একটি স্বপ্নের মধ্যে আরেকটি স্বপ্ন ।
গর্জনের মধ্যে আমি দাঁড়িয়ে-
একটি পাড় ভাঙা তীরে
এবং আমি আমার হাত ধরে আছি
সোনালী বালির দানা -
কত কম! তবুও তারা কীভাবে লতিয়ে যায়
আমার আঙ্গুলের মাধ্যমে হৃদয়ের গভীর পর্যন্ত,
যখন আমি কাঁদি - যখন আমি কাঁদি!
হে ঈশ্বর! কেন আমি বুঝতে পারি না
পারিনা তাদের শক্ত তালুতে চেপে রাখতে?
হে ঈশ্বর! আমি কি পারি না বাঁচাতে
একজনকেও দয়াহীন ঢেউ থেকে?
তবে কি যা আমরা দেখি অথবা মনে করি-
একটি স্বপ্নের মধ্যে আরেকটি স্বপ্ন নয়?

স্বর্ণ ভুমী

আনন্দময় জীবনের সন্ধানে,
এক নাইট দুর্দান্ত প্রতাপে,
রোদ্র এবং ছায়া উপেক্ষা করে,
দীর্ঘ ভ্রমণ করছিলেন,
একটি সদাই গান তার মুখে ,
স্বর্ণ ভুমীর সন্ধানে।
চলতে চলতে সে বৃদ্ধ হয়ে উঠল,
এতই সাহসী এই নাইট তবু,
তার অন্তরের উপর একটি ছায়া পড়ে
সে নিজেও বুঝেছে-অন্তরে যেন কারো ছায়া_
কোনও মাটির চিহ্ন সে পায় নেই
যা দেখতে ঠিক স্বর্ণভুমীর মত।
এবং, তার শক্তি হিসাবে
সে ভূমীর বিশালতা তাকে যেন অনুৎসাহী করে,
সে যেন একজন তীর্থযাত্রীর ছায়া পেয়েছিল;
'ছায়া,' জিজ্ঞেস করে তাকে,
'এটা কোথায় হতে পারে,
এই কি স্বর্ণ ভূমি? '
'পাহাড়ের ওপারে
চাঁদ,
ছায়ার উপত্যকায়,
ঘোড়া চালিয়ে, সাহসের সাথে চলো, '
ছায়া জবাব দিল, -
'তুমি যদি স্বর্ণভুমীর সন্ধান চাও!'

মৃতদের আত্মা

তোমার আত্মা তোমাকেই খুঁজে পাবে একা,
পাথরের বন্দী ধূসর সমাধি- অন্ধকার চিন্তা;
একা নয় সবার ভিড়ের মধ্যে, উঁকি দিয়ে দেখবে-
তোমার সকল গোপনীয়তা।
সেই নির্জনতায় নিঃশ্চুপ থেকো,
সেই সময় বিবেচনায়, তা নিঃসঙ্গতা নয়-
মৃতদের আত্মারা, যারা দাঁড়িয়ে ছিল
জীবনে হয়তো তোমার আগে, আবার
তোমার সময়কালের মৃত্যুগুলো এবং তাদের ইচ্ছা
তোমাকে ঘিরে থাকবে, তুমি স্থির থেকো!
রাত যদিও পরিষ্কার, ভ্রুকুটি করবে,
উপরের তারাগুলি নীচে তাকাবে না-
স্বর্গে আসীন উচ্চ সিংহাসন থেকে;
চিরঞ্জীব জীবনের আশ্বাস সে আলোতে,
তবে তাদের লাল কেন্দ্র এবং রশ্মি ছাড়া,
তোমার ক্লান্তি লাগতে পারে-
জ্বরে পুড়ে যাবার মত লাগতে পারে-
যা চিরকাল তোমাকে আঁকড়ে থাকবে।
এখনকার চিন্তাভাবনা কিন্তু নির্বাসিতের মত নয়,
এখনে স্বপ্নগুলোও হয়তো হারিয়ে যাবে না;
তারা তোমার আত্মার ভিতরে প্রবাহিত হবে
আর কিছু নয়, যেমন ঘাস থেকে ঘাসে শিশির বিন্দুর মতো।
বাতাস, ঈশ্বরের শ্বাসপ্রশ্বাস এখনও রয়ে গেছে,
এবং পাহাড়ের উপর কুয়াশাও জমে আছে-
ছায়াছবি, ছায়াময়, তবুও চলছে চলবে,
এটা একটি প্রতীক এবং মায়া।
কিভাবে এটি গাছে ঝুলছে,
সে রহস্যের এক রহস্য!

বিজ্ঞানের প্রতি চতুর্দশপদী
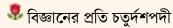
বিজ্ঞান! এটা ঠিক তুমি পুরানো সময়ের সত্যিকারের কন্যা!
যে যে তোমাকে দেখে শুনে বুঝে মস্ত কিছু পরিবর্তন করেন।
কেন তুমি কবির হৃদয় এমন ভাবে শিকার কর!
বাস্তবতা হলো, সেই শকুন, যার ডানা নিস্তেজ?
কীভাবে সে তোমাকে ভালবাসবে?
বা কীভাবে তোমার জ্ঞানকে ম্লান করবে,
কে তাকে বিচরণে ছেড়ে না দিতে চায়-
আকাশের ধন রত্ন সন্ধান করতে,
যদিও সে উড়ে গেছে মুক্ত পাখায়?
ডায়ানাকে কি তুমি তার গাড়ি থেকে টেনে আনেনি,
এবং কাঠ থেকে বনপরীদের কি চালিত করনি?
কোন এক নক্ষত্রে তুমি কি সুখী তারার আশ্রয় খোঁজ না?
তুমি কি বন্যার থেকে জল পরী ছিঁড়ে আনোনি?
ছোট ছোট পরীদের সবুজ ঘাস থেকে এবং আমার কাছ থেকে
তেঁতুল গাছের নীচে গ্রীষ্মের স্বপ্নে!
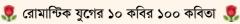
এডগার অ্যালান পো-৯

নদীর কাছে

রুপালী নদী! তোমার উজ্জ্বল চকচকে প্রবাহে,
কলংকহীন স্ফটিক, ভ্রাম্যমান জল,
তুমি আলোর নান্দনিক প্রতীক
সৌন্দর্যের - খোলা হৃদয়ের
চঞ্চল শিল্পময়তা-
আলবার্তোর পুরানো মেয়ে;
কিন্তু যখন তোমার ঢেউয়ের মধ্যে সে দেখতে পায়-
যা জ্বলজ্বল থির থির করে কাঁপছে —
কেন তবে, ক্ষুদে নদী- সবচেয়ে সুন্দর
যেন উপাসকের বর্ণনা;
আমার হৃদয়ে যেমন তোমার স্রোত বয়,
তার চিত্র যেন ওতো সুন্দর নয় -
তার হৃদয় যা মরীচিকার মত কাঁপছে
তার আত্মা খুঁজে ফেরে সন্ধানী ভালোবাসার চোখ তোমার মত!

এডগার অ্যালান পো-১০

একা একা

শৈশবকাল থেকে আমি কোথাও যাইনি
অন্যরা যেমন ছিল — আমি তাদের মত দেখিনি
অন্যরা যেমন দেখেছিল — আমি অর্জন করতে পারিনি
একটি অতি সাধারণ বসন্ত দিয়েছিল কিছু আবেগ —
তার কাছে থেকে আমার আর কিছুই নেয়া হয়নি
আমার দুঃখ — আমি নিজেই জাগতে পারিনি
একই হৃদয় একই সুরে আনন্দ পায়
এবং আমি তাই ভালোবাসি— আমি একাই পছন্দ করি —
তারপরে আমার শৈশবে ভোরে
সবচেয়ে ঝড়ো জীবন বয়ে গেছে_
সকল ভাল এবং খারাপের গভীরতা থেকে
সেই যে রহস্য যা আমাকে আজও বেঁধে রাখে-
স্রোত বা ঝর্ণা থেকে
পাহাড়ের লাল খাড়া থেকে —
সূর্য থেকে যে আলো ’আমার চারপাশে ঘুরপাক খায়’
এর শরৎকালের স্বর্ণের মত
আকাশে থেকে নামা বজ্রপাত
যেন আমার সাথেই উড়ে গেল
বজ্র এবং ঝড় থেকে
এবং মেঘ যে রূপ নিয়েছিল-
(যখন স্বর্গের বাকি অংশগুলি নীল ছিল)
আমার দৃষ্টিতে যেন একটি রাক্ষস!

স্যামুয়েল টেলর কোলরিজ (১৭৭২-১৮৩৪)

স্যামুয়েল টেলর কোলরিজ-১

একটি শিশুর প্রশ্নের উত্তর

তুমি কি কখনো জিজ্ঞাসা কর-পাখিরা কী বলে? চড়ুই, ঘুঘু?
ধূসর পালকের সে ক্ষুদে পাখী এবং গায়কী পাখিরা বলে,
'আমি ভালোবাসি এবং আমি ভালোবাসি!'
শীতকালে প্রবল ঠান্ডা হাওয়ায় শিস দিয়ে যায়-
তারা চুপ করে থাকে;
আমি জানি না-এটাকে কী বলে, মনেহয় উচ্চস্বরের কোনো গান!
তবে সবুজ পাতারা এবং কেবলি ফুটে ওঠা ফুল,
এবং রৌদ্রোজ্জ্বল উষ্ণ আবহাওয়া,
এবং প্রেমময় গান- সব যেন একসাথে ফিরে আসে!
তবে দুষ্টুমি, আনন্দ এবং ভালবাসায় ভরাট,
তার নীচে অপূর্ব সবুজ ক্ষেত, উপরে কী নীল রঙা আকাশ,
সে যেন গান গায়, এবং গান গায়; এবং সে যেন সর্বদা গান গায়;
আমার ভালোবাসাকে আমি ভালোবাসি,
এবং আমার ভালোবাসা- ভালোবাসে আমাকে!

স্যামুয়েল টেলর কোলরিজ -২

জীবন কি?

জীবন একদা আলোর অনুরূপ ছিল,
তা মানুষের উপলব্ধির জন্য কি ছিল যথেষ্ট?
নিরঙ্কুশ স্বত্বা – বরাবরই অদৃশ্য কিছু -
যা আমরা দেখতে পাই, তার সব- সকল রঙের ছায়া-
অন্ধকার কি কোন চিত্র তৈরি করে?
বোধ দিয়ে কি বুঝা যায় জীবনের সীমাহীনতা?
এবং কি বুঝা যায় সমস্ত চিন্তা, বেদনা, বেঁচে থাকার আনন্দ,
বুঝা যায় কি- আলিঙ্গনরত জীবন এবং মৃত্যুর প্রতিনিয়ত যুদ্ধ-?

স্যামুয়েল টেলর কোলরিজ-৩

একটি বাচ্চা গাধাকে

এটার মাকে দড়ি বেঁধে কাছে নেয়া হচ্ছে-
একটি প্রতিযোগিতায় দৌড়ে এই ছোট্ট গাধার বাচ্চাটি!
তার অবসাদপূর্ণ অবয়ব আমাকে বিষাদিত করে:
আমি অত্যন্ত ভালোবেসে তোমাকে রুটি খেতে দেই,
এবং তোমার জীর্ণলোমে আলোড়ন ওঠে ,
এবং মাথা দিয়ে আমাকে আলতো গুঁতা মারো।
তবে তোমার দূর্বলতা বিষাদিত করেছে,
তুমি কি কখনই আনন্দে খেলা করবেনা?
এবং যা বেশিরভাগ বাচ্চাদের প্রকৃতি থেকে আলাদা;
তোমার মাথা এখনো মাটির দিকে ঝুলে থাকে!
আগামী দিন নিয়ে তোমার ভয়- কি প্রত্যাশা করো?
দূর্বল দূর্ভাগা শিশু! সামনে কী আরো দূর্ভাগ্য?
অনাহারের দিন কি সামনে, এবং হাজারো অলিখিত কষ্ট !

যখন ধৈর্য্য ও মেধা অর্থহীন?
অথবা সে দূঃখ এবং বেদনায় তুমি রোমাঞ্চিত!
তোমার ভাগ্যহীনা মায়ের গলায় দড়ি দেখতে!
এবং সত্যই, সে খুবই দুর্ভাগা -
তার গলদেশে চিকন স্পষ্ট পরাধীনতার চিহ্ন,
তার ঘনিষ্ঠ হয়ে ঘাস খাওয়াও দুষ্কর,
অথচ তার চারপাশে কত সুন্দর প্রলুব্ধ করা সবুজ ঘাস!
বেচারা গাধা! তোমার মনিব কোনোদিন দেখে নাই, শেখে নাই-
দুঃখের বিষয় - তুমি শিখলে শুধু কষ্ট থেকে।
সে বাচ্চা গাধাটাও হতো তোমার মতই বাঁচবে,
বিলাসবহুল দেশে- দুর্ভিক্ষে!
কীভাবে এদের জীবনের বাঁক বর্ণনা করি?
মনে হয়না তার কোনো সুহৃদ আছে!
নিরীহ বাচ্চা! তুমি হতদরিদ্র অথচ লোকেরা স্বচ্ছল!
আমি তোমাকে ভাই বলে সম্বোধন করি - বোকা লোকেদের নিন্দা সত্ত্বেও!
আমি জানি আমাকে তোমার সাথে ঢালু উপত্যকায় যেতে হবে-
হয়তো কিছুটা শান্তি সেখানে-,
যেখানে তুমি পরিশ্রমী ও আনন্দময়,
তোমার হাসি, সুরসুরি তুলবে পেটের দিকে!
তুমি কী দুর্দান্ত খেলা ঢালু পাহাড়ে,
এবং ভেড়া বা বিড়ালছানা নেচেকুদে বেড়াবে!
হ্যাঁ! যা আমার কাছে মধুর লাগবে,
হয়তো ক্লান্তি ঝিমিয়ে দেবে তোমাকেও,
বিশ্রামের প্রশান্তির তুলনায়!
তোমার ব্যথিত শূন্য বুকে!

স্যামুয়েল টেলর কোলরিজ -৪

 হতাশায়

আমার কিছু অদ্ভূত অভিজ্ঞতা হয়েছে-
সবচেয়ে খারাপ হলো, বিশ্বটি আমার উপরে ভেঙে পড়তে পারে,
যা বদলে দিতে পারে আমার জীবন, মহা ঝামেলা হোল-
মনের মধ্যে হতাশা আর ফিসফিস করে মরার প্রার্থনাটি -
আমি দেখলাম যা কিছু, তারমধ্যে
আমার হৃদয়ে আমার জীবন নিয়ে কোনও আগ্রহ নাই,
আমার ইচ্ছাগুলো আশা থেকে দূরে এবং ছিঁড়ে ফেলা
কিছুই এখন আর অবশিষ্ট নেই। তাহলে কেন এই বেঁচে থাকা?
এখানে এই পৃথবীতে আমি জিম্মি,
আমিই যেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছি পৃথিবীকে-আমি বেঁচে থাকব!
বরং আশা বলার চেয়ে খাঁটি বিশ্বাস বলাই ভালো।
তার ভালবাসায় নির্ধারিত, তা যেন আমার কাছে যুদ্ধ বিরতির মত
অত্যাচারিত জীবন- চলে গেল আহ! কোথায়?
পায়ে পায়ে কে দেবে এর উত্তর ? ’চলে গেল! এবং এখন
হ্যা, আমি এই চুক্তিটি ভঙ্গ করতে পারি, অথবা এ রক্ত সন্ধি-
যা আমি রাখতেও পারি অথবা ভাঙতেও পারি!

স্যামুয়েল টেলর কোলরিজ-৫

 সমাধিলিপি

দাঁড়াও, খ্রিস্টান পথচারী: ক্ষণিক এখানে, হে ঈশ্বরের সন্তান,
এবং কোমল সুরে অন্তরে পাঠ কর। এখানে ঘাসের নীচে
শুয়ে আছে একজন কবি, অথবা সে ছিল কবির অন্তর নিয়ে -
পথিক, তোমার প্রার্থনায় মনে কর একটি নামঃ স্যামুয়েল টেলর কোলরিজ-
যে বহু বছর এখানে নিয়েছে নিঃশ্বাস-
তার জীবন এখানে পেয়েছে মৃত্যুর সন্ধান, এখানে মৃত্যুর মধ্যে তার
জীবনের সন্ধান পেতে পারো:
প্রশংসার জন্য দয়া করতে পারো – তার খ্যাতির জন্য ক্ষমা কর -
খৃষ্টের মাধ্যমে তার যে আশা এবং জিজ্ঞাসা ছিল-
তুমিও তাই কর-

স্যামুয়েল টেলর কোলরিজ-৬

 ভালবাসা

আমার সকল চিন্তা, সকল আবেগ এবং আনন্দ,
যা কিছু আমার এই দেহের ভিতর ঘুরপাক খায়,
তার সব কিছুই প্রেমের কথা বলে,
এবং আমার প্রাণের পবিত্র শিখাকে প্রজ্বলিত করে রাখে।
প্রায়ই আমার জাগ্রত স্বপ্নগুলিতে
জেগে থাকে বার বার-আনন্দিত সময় হয়ে।
এমন কি যখন আমি পাহাড়ের মাঝ পথে এবং,
বিধবস্ত মিনারের পাশে- তখনও।
চাদও যেন লুকিয়ে পড়ে দৃশ্যের আড়ালে,
মিশে যায় আলোতে যা আগেই ছিল;
এবং সে যেখানে থাকে, তার সাথে আমার আশা আর আনন্দ,
প্রিয়মুখ, প্রিয় ভালোবাসা আমার - জেনেভিভ!

জেনেভি, তুমি ঝুঁকেছিল সেই সশস্ত্র লোকটির দিকে,
সেই মূর্তি- সশস্ত্র সেই শাসকের মূর্তি;
তিনি দাঁড়িয়ে আমার কথা শুনেছিলেন,
দীর্ঘস্থায়ী কর্কশ আলোর ভিতরে।
আমি জানি তোমার একান্তই কিছু দুঃখ আছে,
আমার আশা! আমার শান্তি! আমার প্রিয় জেনেভিভ!
আমি যখন গান করি, তুমি সবচে ভালোবাসো-
জানি, সে গানগুলি তোমাকে শোকার্ত করে তোলে।
আমি বাজাবো একটি কোমল বেদনার্ত সুর;
আমি গানের সুরে একটি পুরানো গল্প বলেছি -
একটি পুরানো কর্কশ গান, তাই হয়তো উপযোগী ছিল
সেই ধূসরাভ বন্য ধবংস স্তপে।
সে শুনেছে-উড়ন্ত চুলে ঢাকা লজ্জারাঙা মুখে
অবনমিত চোখে এবং বিনয়ী বদনে;
সে ভালো করে জানতো আমি কখনোই কোনোভাবে
তার ঐ মধুমুখ থেকে পারবোনা চোখ সরাতে ।

**কবিতাটি দীর্ঘ, পাঠকের জন্য এখানে এর খন্ডিত অংশ উপস্থাপন করলাম।

স্যামুয়েল টেলর কোলরিজ -৭

প্রকৃতি

এটা হতেই পারে এক উদ্ভট কল্পনা-
আমি যখন কিছু রচনা করি কিছু দেখে দেখে ।
যা আমার গভীরে, আন্তরিক, আনন্দে আঁকড়ে থাকে;
এবং তার চিহ্ন পাতা এবং ফুল যে আমার চারপাশে-
প্রেম এবং আন্তরিক দূঃখ পাঠ।
অতএব হতে দাও; এবং যদি তা মন্দ্রিত হয় বিশ্বব্যাপী-
এই বিশ্বাসের অনুকরণ এনে দেয়-
না ভয়, না শোক, বা নিরর্থক না কোনোকিছু
সুতরাং আমি বেদী তৈরী করবো খোলা মাঠে,
এবং নীল আকাশ আমার বিশাল গম্বুজ হবে,
এবং বুনোফুলের গন্ধে হবে মাতোয়ারা_
আর থাকবে ধূপের মিষ্টি গন্ধ তোমার জন্য_
হে আমার এক মাত্র প্রভূ- তুমি কখনোই তুচ্ছ হবেনা_
এমন কি আমি, এই ত্যাগের দরিদ্র পুরোহিত।

স্যামুয়েল টেলর কোলরিজ-৮

পাপিয়া

পাপিয়া প্রেমবিধুর কবিদের বোন!
নগরের কত কবি চিলেকোঠায় নিমগ্ন,
যখন তারা জানালা দিয়ে নীচে চোখ রাখে-
ম্লান শিখা যেন মিটমিট জ্বলে কাদার উপরে,
আর শোনে ঝিমানো পাহারাদারদের চিৎকার
তা যেন কর্কশ বেসুরো পাপিয়াদের সময়!
তোমাকে কিছু কবি হতভাগ্য বলে অভিহিত করে,
অথচ তুমি তোমার কণ্ঠেই শ্রেষ্ঠ সমুজ্জ্বল-
তবে আমিতো শুনেছি, উঁচু ডালে বসে তোমার গান
যার মধ্যে হালকা চাঁদ-জ্যোৎস্নায় গাছের পাতারা লুকিয়ে খেলে-
হয়তো তোমার কূজন বিষাদকেই আলিঙ্গন করে থাকে!
ও প্রিয়! আমার হৃদয় দিয়ে তোমার কথা গান শুনে থাকি,
যা আমার হাজার স্বপ্নে জাগ্রত,
এবং সে সুর হৃদয়ে বিজাড়িত, অতএব,
তোমার নাম স্তব করি, তোমার নাম, হই গর্বিত এবং আনন্দিত।
আমি তোমাকে চাঁদের টুকরো বলে ডাকি!
যে সেরা এবং সবচেয়ে বেদনাদায়ক সুরের পাখি!
তোমার কোমল সুর এবং সুরের বৈচিত্র্য,
জ্যোৎস্না অথবা রাতে আকাশভরা বকুল তারার চেয়ে মোহিনী।
যেন সুডৌল বাহুতে বীণা মুর্চ্ছিত হয়ে বাজে,
একাকী প্রেমের মত একা একা-
তার চোখে গলে পড় এবং বুকে নিয়ে তুষারের ভার,
কি আছে মধুর তার কণ্ঠস্বরের চেয়ে,
প্রিয় রানী- সেরা প্রিয় মানুষের!
এ যেন কোমলতার আত্মাকে শ্বাস নেয়া,
সে আমাকে রোমাঞ্চিত করে পুর্ণাংগ ভাবে!

স্যামুয়েল টেলর কোলরিজ-৯

 আশা ছাড়া কাজ
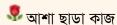
প্রকৃতির সবকিছু কাজে নিমগ্ন। শামুকেরাও খোলস বদলাতে থাকে,
মৌমাছি মধু মন্থনে ব্যস্ত— পাখিরা তাদের ডানায় ভেসে থাকে,
এবং শীতও, ঘুমিয়ে পড়ে খোলা বাতাসে,
তার মুখে হাসি লেগে থাকে হাসি বসন্তের স্বপ্নে!
এবং আমি শুধু, কাটাই ব্যস্তহীন সময়,
আমি না বানাই কোন মধু, না সৃজন করি, না গাই কোনো গান।
তবুও আমি জানি নদী তীরে আমি ফুটাই অম্লান ফুল,
খুঁজে বেড়াই অমৃত প্রবাহের স্রোতধারা ।
হে অম্লান পুস্পেরা! যার জন্য খুশি তোমরা ফুটে ওঠো,
আমার জন্য তুমি যদি নাও ফুটে ওঠো! দূর স্রোতে ভেসে যাও!
অনুজ্জ্বল ঠোঁট, পুষ্পহীন কপাল নিয়ে আমি হাঁটছি:
আমার ঝিমানো আত্মার প্রতি তুমি কি উচ্চারণ করবে ঘৃণা?
স্বপ্ন আর আশা ছাড়া প্রতিটি থাকে ঝাঁঝড়া চালুনীতে,
এবং কোন স্বপ্ন অথবা বস্তু ছাড়া আশা বাঁচতে পারে না।

স্যামুয়েল টেলর কোলরিজ-১০

 ইচ্ছা

সত্যিকারের প্রেমের প্রদীপ জ্বলে,
সেখানে ইচ্ছা ভালবাসার শুদ্ধ শিখা;
এটি আমাদের পার্থিব জীবনের প্রতিচ্ছবি,
এটি প্রাণের গভীরতম অংশ জুড়ে থাকে,
শুধু হৃদয়ের ভাষা তা অনুবাদ করতে পারে!

জোয়ানা বেলি (১৭৬২-১৮৫১)

জোয়ানা বেলি -১

নাবিকের গান

যখন অনেক উপরে মেঘগুলি উড়ে বেড়াচ্ছিল,
শীতকালের জ্যোৎস্না কুয়াশায় লুকিয়ে,
তখন আবগী স্ফুরণও স্থিত,
ঢেউ হয়ে পাহাড়ের উপর দিয়ে বয়ে যাই,
আমরা বয়ে যাই, যাই, আমরা বয়ে যাই,
অসম সাহসে আমরা যাই, বয়ে যাই।
পেছনে ফেলে যাই, ফসল কাটা শুকনো জমি, -
শহরের আবাসগুলো, -
ঐশ্বরিক, কোমল ঘুম ফেলে অন্য দিকে, -
অনবরত আমাদের দিক বদল? অনবরত ...
দিক বদল চলতে থাকে ! চলতে থাকে-
আমাদের অনেক পরিবর্তন চলতে থাকে?
চাই বা না চাই-
আমাদের পেশা ঝড়ের সাথে!

সমুদ্রে সবাই আমরা সাথী এবং উল্লাস তাদের সাথেই,
জাহাজ পরিচালনার স্টিয়ারিং ভয় পায় না কিছুই,
আমাদের খেলা অনিশ্চত অভিজ্ঞতার সাথে-
প্রতিনিয়ত আমরা শিখি-
অন্তরে ধরে রাখি, অন্তরে লিখে রাখি,
আমাদের বাইরের অভিজ্ঞতা আমরা ধারণ করি,
আমরা অন্তরে ধারণ করি _
সূর্য রশ্মিতে আমাদের পাল সাদা হয়ে যায়,
গৌরবের সাথে তা জ্বল জ্বল করে _
সযত্নে ফুটে ওঠে -আলোকিত হয়,
কে ফিরবে বল? -সেই সাহসীদের;
সেই সাহসীদের, সাহসী নাবিকদের;
যাঁদের বুক ভয়হীন- তাঁরা শুধুই সাহসী!

জোয়ানা বেলি -২

তীরের তৃতীয় স্তোত্র

ওঠো, অলস আত্মা! জেগে ওঠো,
প্রশংসা গানে মুখরিত হয়ে ওঠো তোমার পালনকর্তার,
যিনি তোমাকে বিষাদগ্রস্ত কবর থেকে উদ্ধার করে,
যখন তুমি পৃথিবীতে মিথ্যের ভিতরে ,
বেঁচে থাকো জীবন নিয়ে,
সর্ব্বোচ্চ আশীর্বাদে!
তার কাছে, তোমার বন্ধুদের ভালবাসা-
আমন্ত্রণ জানায় আরো গভীর বন্ধুত্বে-
তুমি যখন অনুভব কর, দারিদ্রক্লিস্ট ক্রীতদাসদের-
যারা শোকে ও যন্ত্রণায় বেঁচে থাকে -

যারা বেঁচে থাকে জীবন নিয়ে-
তারা যেন বাঁচে আশীর্বাদে-
তারা যেন প্রভূর ভালবাসার সঞ্জীবিত স্রোত পায়-
তারা যেন তীর্থযাত্রীদের আনন্দ পায় -তাদের দুঃখের ভূমীতে,
তাদের বিশুষ্ক প্রাণহীন আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে,
যখন পার্থিব প্রবাহগুলি হয়ে ওঠে শুষ্ক হয়ে ওঠে -
তারা জন্য বাঁচার জন্য বেঁচে থাকে অথবা বাঁচার জন্য মরে যায়,
সর্ব্বোচ্চ আশীর্বাদে!

জোয়ানা বেলি-৩

 একটি উপমা
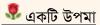
আমি বুনো গোলাপটিকে কাঁটার ভিতরে দেখেছি,
শিশিরে ঝিলিমিলি আধবোজা, নরম লাজুক.
ভোরের ঘ্রাণকে শ্বাসে টেনে নাও বুকে;
লায়লা, অপরুপা ফুলের মত নিজেকে সাজাও।
দিন আলো নিয়ে খেলা করে,
সুগন্ধের সৌন্দর্য উপলব্ধি অথবা দেখতে পারো,
যখন ঝড়ো হাওয়া গোলাপকে ছিঁড়ে ফেলে;
লায়লা - হায়! এ যেন তোমার মত!
সুতরাং, বন্য আবেগে মনও হয় ছিন্নভিন্ন,
তবে সামাজিক বাধন এবং বন্ধুত্বের দুয়ার খুলে দাও;
সেতো বিস্মৃতির ভবিষ্যতে পথে দিশা দেয়-
এবং খুঁজে পাও পথ যা তোমার চেয়েছিল মন!

জোয়ানা বেলি-৪

🌹 রঙধনু সাথে কথা

যেন বিশাল বিজয় খিলান! পূরো আকাশ জুড়ে
যখন ঝড় প্রস্তুত ঘোলা মেঘ নিয়ে,
আমি দার্শনিকের মত অহংকার করে
আমাকে শেখাতে চাইনা- চিত্রকলা কি: -
এখনো আমার শৈশবে দেখার মত,
একটি মধ্যবর্তী স্থান আছে,
আত্মার সুখ পাওয়ার জন্য
যেখনে স্বর্গ আর পৃথিবী মিশে আছে।
সব আলো কি আলোকিত করতে পারে সব
সব কিছু কি আমাকে খুশি করতে পারে,
যখন আমি রত্ন এবং সোনার স্বপ্ন দেখি-
যা তোমার রঙিন উজ্জ্বল ধনুতে লুকিয়ে আছে?
যখন বিজ্ঞান সৃষ্টির প্রচলিত পথ থেকে
পর্দাবৃত যাদু রহস্য উঠে গেল,
এবং সেখানে দর্শন পেয়ে গেল স্থান,
শুরু হোল আইনের পথ চলা!
তবুও, সুদর্শন ধনুক! কোন চমকপ্রদ স্বপ্ন নয়,
তা যেন সেরা শব্দে রচিত,
তোমার রশ্মির রঙিন পোশাক
ছিল আকাশে বোনা।
যখন পৃথিবীর নিষ্প্রভ সবুজ পৃথিবী উপর
স্বর্গের নিয়মে তুমি রাঙা হয়ে থাকে,
বিশ্বের ধূসর পালকেরা কীভাবে সামনে এসে
রঙিন এবং পবিত্র দীপ্তি দেখাতে!
যখন এর ভিতরে হলুদ রশ্মি হাসল
পাহাড় তবুও অপরিবর্তিত এখনো,
প্রতিটি মা তার সন্তানের প্রতি স্নেহাসিক্ত ছিল
এবং তুমি ঈশ্বরের ধনুক দেখে আশীর্বাদ কর।

আমার মনে হয়, তোমার জয়ন্তীর জন্য,
কে প্রথম সংগীত হয়ে বেজেছিল,
পৃথিবীতে অন্ত্র থেকে,
এবং কবি প্রথমে গেয়েছিলেন।
কখনও কখনও সংগীতের স্বরে-
তোমার যেন রশ্মিকে বিনষ্ট না হয় :
যেন প্রাথমিক ভাবের বাণী
এখনও কবির কণ্ঠে থাকে।
তোমার কাছে পৃথিবীর সুগন্ধের সুর,
গায় স্বাগত সঙ্গীত,
যখন ক্ষেত্রগুলিতে সতেজ হয়ে ওঠে
মাশরুমের মত ঝরছে বরফ এই বসন্তে।
তোমার সুন্দর তোমার চকচকে নরম পশম!
ঝরে পরে পাহাড়ে, টাওয়ারে এবং শহরে;
অথবা বিশাল মহাসাগরের আয়না,
এক জলের অনেক নিচে!
অন্ধকারের ঐ দীর্ঘ দিগন্ত রেখায় ,
যেমন যৌবনে তোমরা ছিলে আকর্ষনীয়,
যেন আকাশে ঈগল উড়ে -
প্রথম রশ্মির খেলায়।
বিশ্বের প্রতিটি পবিত্র পৃষ্ঠায় কি বিশ্বাসে রচিত,
এই রঙধনুতে স্বর্গ যেন পথ পুনর্নির্মাণ করে;
যেখানে বয়স কখনো বুড়িয়ে যায়না-
এটিই যেন মানুষের প্রথম শান্তির কথা।

থ্র্যাসেমেনাস লেক থেকে

প্রথম হানাদারদের নাম হিসাবে তোমাকেই জানি হানিবল,
হয়তো গর্বের সাথে প্রধান হিসাবে দাবি কর, অথবা মানুষের আশীর্বাদ,
তোমার যে সকল ইতিহাসবিদ বিজয়ী শত্রু,
এবং তোমার খ্যাতির স্মৃতিস্তম্ভ ধরে কাজ প্রকৃতির-
অসম্ভব সুন্দর কাজগুলিকে ঘোষণা করে;
পাহাড়, হ্রদ, যেখানে আল্পস চূড়ায় বরফ জমে থাকে,
যেখানে থ্র্যাসেমেনাসের পাহাড়ী-ঝরায় জল প্রবাহিত হয়,
তোমার সম্মানগুলি সেতো আগের মতই
কি ছিল তবে তোমার পুরস্কার? যত্ন, শ্রম, যুদ্ধ,
অথবা পরাজয় এবং নির্বাসন, যা শেষ হয়ে যায়-
হয়তো তাই যথেষ্ট; - জীবনের কিছুই সীমাবদ্ধ নয়, তবে অনেক দূরে
এর বাইরেও কি তোমার দৃষ্টি কি দূরে নিপতিত হয়,
এবং দেখ, তোমার পাশে আর কেউ নেই, শুধু উদিত নক্ষত্র
যা গৌরব, যা স্মৃতি হিসেবেই থেকে যাবে-

ভালবাসা

হ্যাঁ, মনেহয় তার ভালোবাসায় পরিবর্তন এসেছে, তবে প্রস্তুত ছিল তা নয়,
যদি কারো দোষ গণনা করতে থাকো, অথবা কারো প্রাণের সৃষ্টির দোলাকে
নিষ্প্রভ করে দেখ;
তুমি তোমার চিন্তাকে অপব্যবহার করলে, এবং নিজেই অস্থিরতা পাল তুলে
দিলে ঝড়ো বাতাসে,
তুমি যদি নৈতিকতাবাদী হও তবে দেখ তার পরিবর্তনগুলি কী।
প্রথমে, আমি স্বীকার করে নেই আমার মূর্খতা এবং অস্পষ্টতায় পূর্ণ একটি
মন নিয়ে আমি বাস করি। তা যেন বিক্ষুব্ধ হাওয়ায় দিক হীন পালক, অথবা
লিলিহান শিখার মধ্যে এক বুনো বাকল ছড়া আর কিছু নয়।
তবে নিশ্চিত কিছুদিন গেলেই তুমি বুঝতে পারো তোমার ভাবনার প্রার্থক্য।
সে ভাঙনও অদৃশ্য হয়ে যায়, এবং সে শেষ হয দুঃশ্চন্তাগুলোও'
কে তখন তাকে দোষ দেবে? এভাবেই মানুষের পরিবর্তন চলতে থাকে।
তখন তাকে আরো ভালো লাগে, আরো প্রাণবন্ত লাগে তার হাসি-
ভাল লাগে সবকিছু।
এবং তার অবয়বে, দেখ, কোন দোষ নেই
আমাদের জীবনের যাত্রা এমনই- এক পর্বতে আরোহণের মত
নিয়ত পরিবর্তন অবশ্যই জীবনের সাথী - প্রতিনিয়ত আমরা মুখোমুখি-
আমাদের জীবনের মশাল কখনো নিষ্প্রভ- কখনো বেঁকে যায়-
কখনো শোকে আচ্ছন্ন, নিপতিত কবরের দিকে-
আবার এই শোক ও শীতল পৃথিবী, ফিরে পায় আনন্দ-
এবং আমরা স্মৃতির মাজারে রোমন্থনে বারবার ফিরে যাই;
অন্তরে ফিসফিস করে নতুন আশা এবং নতুন দৃষ্টিভঙ্গি যা অনুপ্রেরণাদায়ী,
মন শিশুটি ঐশ্বরিক দেবদূতের মত পরিবর্তিত হয়ে ওঠে।

জোয়ানা বেলি-৭

প্রহেলিকা-১

আওয়াজ করে উচ্চারিত হয় এক ‘স্বর্গ’
বিড়বিড় করে উচ্চারিত ‘নরক’, এবং যার প্রতিধবনি পতিত নিঃশব্দেঃ
এটা যেন নির্ধারিত পৃথিবীর সীমানায় বিশ্রামের অনুমতি,
এবং গভীর সমুদ্রের এ বিশ্বাস বিস্তৃত;
এবং এ যেন দ্বিধা বিভক্ত গোলকের মত’
দৃষ্টিতে আসে যখন বজ্রপাত হয়, এবং বজ্রধ্বনিতে শোনা যায় তাদের।
পূর্বের নিঃশ্বাস দিয়ে দেয়া হবে মানুষকে যা বরাদ্দ ছিল,
তাঁর জন্মের ক্ষণ মৃত্যুর ক্ষণ পর্যন্ত,
পরিচিলত করেছিল তার সুখ, সম্মান এবং স্বাস্থ্য,
যা ছিল তার সম্পদ এবং সংসারের উৎসাহ।
হিসাবের স্তূপে যত্ন সহকারে যা ছিল জড়ো করা,
তবে নিশ্চিত যা যাবে-অপব্যায়ী উত্তরাধিকারীর কাছে।
প্রতিটি আশা শুরু হয়ে নিবদ্ধ হয় একটি ইচ্ছায়,
পরিশ্রম দেয় কিছু সম্পদময় জীবনের মালিকানা, এবং জয়ের মুকুট।
বিশ্বাসের সেনারা সদাই ঘোরাফেরা করে বাসনার সমুদ্রে,
কিন্তু আফসোস এ সংসার থেকেও হতে হয় বহিষ্কার!
শুধু বিবেকের ফিসফিসানি থেকে যায়,
কিংবা আবেগের ঘূর্ণনায় ডুবে যায় না।
যদিও কান বধির হয় তবু মানেনা হৃদয়,
এটা হয়ত বেখেয়ালে যায়।
তবুও মায়া ছায়ায় একটি সুন্দর ফুলের মত বোধকে আদরে রাখুন,
এবং ব্যাথিত নিঃশ্বাসে দেখুন-যদিও অল্প সময়েই সে ফুল মরে যায়।

জোয়ানা বেলি-৮

প্রহেলিকা-২
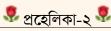
কত কথা যে উৎকীর্ণ পাতায়,
কত রহস্যময় জ্ঞানীদের কাছে,
আমরা দীর্ঘকাল ধরে এ সাড়িতে দাঁড়িয়ে;
যদিও সে জ্ঞান সাধনার স্বর্ণযুগ অতীত হয়েছে,
হয়তো কাঠের দেয়ালে এখনও টিকে থাকতে পারে,
তার অবশেষ মাংস,রক্ত মাখা কাপড়ে।
দ্বিতীয়, আমার একটি গৌরবময় পুরষ্কার -
যারা ভালবাসেন আমাকে তাদের বিস্ময়কর চোখ,
কৌতূহলী দর্শনীয় স্থানগুলি বেশ আকর্ষণীয়;
তবে সুন্দর জায়গাগুলো তাদের দেখা উচিৎ
সমস্ত ’রাস্তায় সুরেলা সঙ্গীতে সজ্জিত,
হে দেবতারা! কীভাবে তারা এসব করেছে!
আমার অনুসন্ধিত মন এক ধরণের উড়াল সিংহাসন,
ঘোরে ফেরে একা কোন নারীর কাছে,
আমার আকাঙ্খা কিন্তু ভিন্ন;
কিন্তু সে আমার ’কাল্পনিক রানী
এই জীবন উপন্যাসের দৃশ্যে অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত,
তার রাজকীয় অংশের মহড়া চলে,
চলে তার অহঙ্কারী পরিকল্পনা,
উপরে উঠে পুরানো দখলদার মানুষটিকে,
ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে করে দূরে।

জোয়ানা বেলি -৯

শেষ পাতা

অবশেষে তুমিও এক পরিত্যাক্ত গাছের প্রতীক,
কিছুক্ষণ বাতাসে উড়তে উড়তে, চলে যেতে হবে
অনিচ্ছায় তোমার ঝরে পড়া, আমি দুঃখিত-
এবং আমার সহানুভূতির ভারী দীর্ঘশ্বাস পড়ে-
যেন তুমি অপেক্ষায় ! - কারণ আমিও খেলব-
উদ্ভিন্ন যৌবনের বসন্তে শীর্ষ শরীরের উপর;
গ্রীষ্মের সোনালী ডানায় প্রফুল্ল খেলায়;
এবং দেখ,এখন আমি ক্ষণস্থায়ী শরতে বিবর্ণ ।
যদিও তুমি এবং আমি-অসাড় এবং হলুদ পাতা,
আবার পূণর্গঠিত হবো, একই আকারে-তুমিও তাই,
নীরব শীতল ভূমিতে আমরা সবাই মিথ্যে,
কখনও তুমি বিকশিত হবেনা বৃক্ষে এ শীতে;
তবে আমি আমার মুক্তিদাতার উপর বিশ্বাসে,
আবার উঠব, নিশ্চয়ই- আবার উঠব, ধূলিকণা থেকে।

জোয়ানা বেলি -১০

বিলাপ

মোহনীয় হ্রদ! ঢেউয়ের ছায়াগুলোও থাকে,
আমি তোমার শান্ত উপকূলে বিচরণ করতে ভালোবাসি,
এবং শান্ত শোকের পদধ্বনি তোমার ভূমিতে-
যা এমা'র কায়া আশীর্বাদ পায়-আর কিছু নয়।
শিলাবিহীন তোমার জলরাশিতে-
তার স্মৃতি আমার কল্পনার চোখে ভাসে;
তোমার ঢেউয়ে তার লহরী ওঠেনা-
তবে যেন বিদায়ের মৃদু কথার তরঙ্গ।
বার্চ গাছের ঐ ছায়াময় পর্দার নীচে,
দেখেছি কেবল বিবর্ণ দিনটি,
অথবা আস্তে আস্তে এক গোধূলি সবুজ,
পরম সুখ যেন চিন্তাময়, আমাদের পথ আনমনা হয়ে থাকে।
এবং সে চলে গেছে? তবে কি আমি বেঁচে আছি?
আমাদের সেই প্রিয় বেড়ানোর স্থানগুলো,
মন ভেঙে দেয়, ভেঙে দেয় আশা- শোক করার জন্য,
এবং সে স্মৃতিগুলো যা কখনো ভুলে যাবো না।
হে আমার হ্রদ! এইযে আমার মস্তিষ্ক, আলোকিত স্মৃতি -
এই হৃদয় এখন নিদারুণ যন্ত্রণায়,
তারা দীর্ঘস্থায়ী হয়ে যায়-
শীতল-সব তোমার মতো!

শার্লট স্মিথ(১৭৪৯-১৮০৫)

শার্লট স্মিথ--১

 আশা

লর্ড স্ট্র্যাংফোর্ডের সেই প্যারোডি 'ভালোবাসার মতোই'
ঠিক তেমন আশা হ'ল ধনুকের মত,
যা কেন্দ্র থেকে নীচের দিকে এত বাঁকানো,
যেখানে উজ্জ্বল আশার রঙগুলি শুধু দেখায়-
যে ভাবে আলোকিত স্বর্গের রত্নগুলি।
মানুষের আশা ঠিক তেমন!
তবুও নতুন আশার আলোকের,
দুয়ারের দিকে যাত্রী হিসাবে অনুসরণ করা উচিত,
জানি আশার প্রবেশ দুয়ার সরে যায় আরও দূরে,
কখনো শীতল শিশির ঝিলিক দিয়ে গলে যায়-
ঠিক যেমন আশা!
তুমি হয়তো বিবর্ণ চিরতরে বায়বীয় রঙের খেলায়,
হয়তো সকল প্রচেষ্টা নিষ্ফলা
এমন দুঃখী হৃদয়কে, যা কখনই নয়
আশার আভা কখনো উজ্জল করেনা- তা ভেবোনা
আশার প্রদীপ জ্বেলে রাখো-!

শার্লট স্মিথ---২

 চাঁদ

তুমি যেন রূপার ধনুকের রানী, অনুজ্জ্বল রশ্মি তোমার,
একা একা এবং চিন্তামগ্ন,আমি হঠাৎ তোমায় দেখে আনন্দিত,
তোমার ছায়া প্রবাহে ধীর আলোর কম্পন,
ভাসমান মেঘেরাও নতুন লাগছে যারা তোমার পাশ দিয়ে যাচ্ছে।
আমি যখন তাকিয়েছিলাম তোমার আলো মৃদু ও প্রশান্ত-
আমার অস্থির মনে যেন কিছু শান্তি দিয়ে গেল;
এবং প্রায়ই তোমাকে মনে করি রাতে সেরা সুন্দরী হিসাবে,
তোমায় দেখে হয়তো চরম হতাশাগ্রস্থ কিছুটা শান্তনা পায়;
জীবন যাতনায় যারা কিছু শান্তনা,
যারা মৃত্যু সৌম্য গোলকে শান্তনা পায়;
এবং যে শিশুরা হতাশা ও দু:খে কাতর পায় প্রশান্তি,
তাদের দুঃখভরা হৃদয় পেয়ালা এ আলোতে যেন নিঃশেষ হয়।
ওহ, আমি যেন তোমার শান্ত ছায়ায় দ্রুত পৌঁছে যাই,
আমি এখানে জীবন নিয়ে বড় ক্লান্ত এক যাত্রী!

সন্ধ্যা

ওহ ! মনোরম সময়, যখন ঝলমলে দিন,
পশ্চিমের হাওয়া থাকে কম,
এবং গ্রামে, শুকনো পাতার ধবনিও মিলিয়ে যায়,
এবং উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সন্ধ্যাতারা;
আমি এমনকি শুনতে ভালোবাসি সমতালে বাতাসের ধ্বনি
ভালোবাসি নতুন পাতার ঝোপে শ্বাস নেওয়া,
এবং অনুভব করি স্বর্গের সতেজ শিশির,
স্বচ্ছ ফোটাগুলি ঝরে ঝরে পড়ে।
যেমন কোন সান্ত্বনার দীর্ঘশ্বাসের মতো,
রাতের মৃদুমন্দা আমা কাছে যেন তাই;
এবং, বিষাদিত চোখ থেকে নরম শিশির হিসাবে,
যেন স্বর্গীয় অশ্রুর নির্ঝরণ।
হায়! যারা দীর্ঘকাল বহন করে,
আমার মতো এক বিষাদি হৃদয়!

নির্জন বন্দরে একটি অন্ধকার সন্ধ্যা

খাড়াই পাহাড়ের উপকূলে বিশাল বাষ্পের খেলা,
সমুদ্রের রাত অন্ধকার এবং নিস্তব্ধ,
নিয়ত যেখানে তীব্র ঢেউ ভাঙা গর্জন-
ঘুম ঘুম ধোঁয়াশার খালি পায়ে-
দূরবর্তী শিলায়; বা আরও দূরের সুরে-
নাবিকেরা নোঙ্গরের রশিতে যাকে বলে-
লক্ষহীন; বা একা এক গভীর গর্জনে-
সময়ের এক ঘেয়েমী নিলামী সুরে ঘন্টা বেজে চলে!
সুস্পষ্ট সবখানে কালো ছায়া রেখা-
বালির স্তরের উপর হালকা চিকন ছায়ারা-
অথবা দূরের জাহাজের বাতিগুলি নিভু নিভু জ্বলে-
যেন রাতের পরীদের আগুন দূর ভূমিতে-
বিভ্রান্ত করে এ তীর্থযাত্রীদের-রহস্যময় আলোক রশ্মিতেচ
সে দোলাচলে জীবনের ঋণ যেন দীর্ঘ হয়ে ওঠে অন্ধকারের কাছে।
রাতের এ মৃদলা ছাড়া কে করবে শোক,
কি কাঁদবে আমার জন্য বল ঐ স্বর্গ ছাড়া?

শার্লট স্মিথ-৫

বনের মিষ্টি কবি

বনের মধুর কবি - বিদায়!
বিদায়, প্রিয় চারণ বছরের প্রথমেই
আহ! তুমি লম্বা এবং করুণ সুরে একটি গান কর,
এবং তোমার সঙ্গীত ‘রাতের নিস্তেজ কানে’ দাও-
বসন্তে তোমার মাঝে ঘোরাঘুরির মৌমাছি অপেক্ষা করছে,
অথবা এই তরুবীথিকার মধ্যে যতই নীরব থাকো না কেন,
এই তরুর নিমগ্নতা তোমার সংগী হবে,
এবং সে পাতার সঙ্গীত ধরে রাখে, যা সে খুব ভাল ভালবাসে।
সতর্ক পদক্ষেপে আসে, আবার প্রেমময় যৌবন নিয়ে প্রস্ফুটিত হবে
একা একা আপনমনে যে ছায়া শৈবাল এগিয়ে আসে মন্থর;
এবং রাখাল মেয়েরা, চোখ থেকে অবজ্ঞা মিলিয়ে যাবে
সেই সুরেলা পাখি, যিনি সবচেয়ে বেশি বিরহীর গান গায়।
এখনও তোমার কণ্ঠ যেন সঞ্চারিত করে মমতা,
এবং এখনও সেখানে কত দুঃখ এবং কত ভালবাসা!

শার্লট স্মিথ-৬

দক্ষিণে

আঃ! প্রিয় পাহাড়! - যেখানে একবার একসুখী সন্তান,
তোমার সৈকতের ছায়ায়, ’তোমার ঘাসের ফুলগুলি’
আমি তোমার নীল-ঘণ্টা বুনোফুল দিয়ে মালায় গেঁথেছি,
এবং আমার বেসুরো গানে তোমার দেয়ালে প্রতিধ্বনি তুলেছে।
আহ! আমার ভালোবাসার পাহাড়!-তোমার বুনোঘাসে কত ফুল;
তবে তারা কি এই দুখী বুকে আবার সুখ আনতে পারে !
আমার বিষাদি মুহুর্তের জন্য কিচুটা প্রশান্তি !
এবং একটি বিধ্বস্ত হৃদয় যাতে আর বেশী আলোড়িত না হয়?
এবং তুমি, অরুণা!- নীচ উপত্যকায়,
সমুদ্রের মতো তোমার স্বচ্ছ তরঙ্গগুলি বয়ে যায়
তুমি কি এক ধরনের বিস্মৃত স্মৃতির পানীয় উপহার দিতে পারো,
আমার দীর্ঘ বিস্মৃতি পান করতে যা ছিল অনেক যত্নের?
আহ! না! – এমন কি যখন সব,আশার শেষ রশ্মি চলে গেছে,
কোনও বিস্মরণ নেই - তবে একা মৃত্যু!

শার্লট স্মিথ-৭

 শিলালিপি

পাথরের উপর, বোরেহামের চার্চ-ইয়ার্ডে, ঘটনাটিঃ
এসেক্সে; সম্মানিত এলিজাবেথ ওলমিয়াস দ্বারা উপস্থাপিত,
মৃত অ্যান গার্ডনার স্মরণে, যিনি মারা গেছেন নিউ হলে, চল্লিশ বছর ধরে
বিশ্বস্ত সেবা দেওয়ার পরে।
যে প্রশংসা, এবং অনুশোচনা ব্যক্ত হলো-
তা এক কৃতজ্ঞ দাসের জন্য-যে ছিল নম্র, বন্ধু-
যেখানে মানুষের মিছে অহংকার-
সেই সৎ মানুষদের নীচু করে দেখার জন্য,
যার বিশ্বস্ত সেবা, দীর্ঘ দিনের-
তার মুগ্ধ সেবার জন্য সে ভালবাসেন।
এখানে মৃতুর মাঝে তার পার্থিব কাজ শেষ হয়;
আনন্দময় ভরসায়-
ন্যায়বিচারের শাশ্বত বিজয়- সে ভাগ করে নিয়েছে।

শার্লট স্মিথ--৮

মৌমাছির শীতকালীন ফেরা

যখন গ্রীষ্মের সূর্য উজ্জ্বল তখন যাও,
তোমার বিশাল এলাকা জুড়ে ঘুরে বেড়াও,
যাও,এবং তোমার তোমার ছোট পা ভারী করে নাও
তোমার মিষ্টি গুনগুন এবং মিষ্টি মধু।
মধু আটকে থাকে ফুলের কাঁটার চারপাশে,
কাঠবাদাম গাছের শৃঙ্গে মধুর আস্তানায় ডুব দাও,
সন্ধান করো বন্য গোলাপ, যা উপত্যাকায় ছায়া দেয়,
ফক্সগ্লোভ লতার ঘন্টার মত ফুল খুঁজে দেখ;
অথবা ফুলপরীর পেয়ালায়,
সুগন্ধী সুরা পান কর।
কিন্তু মাঠের ঘাসগুলো যখন কাটা হবে,
এবং গ্রীষ্মের সৌন্দযের মালা উপচে পড়বে-
তবে জানি তুমি তখন একটু ব্যস্ত মৌমাছি,
আমি চাই তোমরা আমার সাথে থাকো: -
সেখানে তোমাদের খড়ের তৈরি পোষাক দেবো,
একান্ত আমার বাগানে তুমি বেড়াবে-
এবং আমার সেই বাগানটি ব্যবস্থা করবে
অত্যান্ত সুস্বাদু অ্যালকিমি; -
তোমার জন্য, শরৎকালে-
তোমাদের জন্য থাকবে ভারতীয় গোলাপী গোলাপ মৌসুমের শেষ পর্যন্ত-
আকর্ষণীয় বাতাসকে করে তুলবে সুগন্ধি,
এবং অসংখ্য অমলিন ফুলে ঋদ্ধ সে বাগান।
ভয় পেও যখন ঝড় আসে,
এবং চূর্ণ করে দেয় যা মোমের বাড়ীঘর,
তখন হয়তো আমিও প্রতারক হয়ে পড়বো-

তোমার মধু লুটের জন্য: -
ওহ না! - শীতকালীন বিষন্নে-
আমি তোমাদের আবার বাগান গড়ে দেবো-
যাতে তোমরা আবার বিনির্মাণ করতে পারো শৌল্পিক ঘরবাড়ী-
ফুলের মধ্যে, হে শিল্পী মৌমাছিরা

শার্লট স্মিথ-৯

রাতের গীতালী পাখী
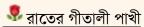
বেচারা পাখি বিষাদী পাখী যে সারা রাত ধরে
আকাশের চাঁদকে, জীবনের যত দুঃখের গল্প;
কোন মিষ্টি দুঃখ এমনভাবে প্রবাহিত হতে পারে,
আর গানের এই শোকার্ত সুরটি আসে কোথা থেকে?
তোমার কবিতার সুর সুন্দর করে অনুবাদ করা হবে
তোমার ছোট্ট বুক ফুলে যাওয়া শব্দে কী বোঝাতে চায়,
যখন এখনও শিশিরের প্রাক্কালে বাসা ছেড়ে,
রাতভর উড়ে উড়ে তোমার ভাগ্যকে সঙ্গীতে গাও!
শোকে মুহ্যমানেরা তোমাকে খুঁজে খুঁজে ফেরে,
বুনো জঙ্গলে কি এখন মুক্তি- একা একা ঘোরা ফেরা?
তুমি কি চৌচির বন্ধুদের কাছ থেকে নিষ্ঠুর ভুলে,
তুমি কি মৃত এখন - সর্বনেশে প্রেমের শহীদ?
আহ! দুঃখের গীতিকার! হতে পারে হয়তো অনেকে ,
তোমার মত দীর্ঘশ্বাস এবং স্বাধীনতায় গান করে একা!

শার্লট স্মিথ-১০

বসন্তের শেষ লেখা
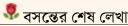
সেই বসন্তে একটু আগেই বোনা হয়েছে মালা,
প্রতিটি সাধারণ ফুল, বুকের ভিতর শিশির লালন করেছিল,
বনফুলেরা, তরু বিথীকায় চুমকির মত জ্বলে থাকে,
হলদে ফুলেরা, এবং নীল ঝুমকা ফুলেরা হালকা নীল।
উপত্যকায় কোনো বেগুনী রঙ থাকবে না,
অথবা বেগুনি অর্কিছফুলে সমতল বৈচিত্রময় হয় থাকে ,
বসন্ত অবধি ঘন্টা ফুল ফুটে থাকবে,
এবং আর্দ্র বুকে -
আহ! নিদারুন মানবতা! কত দুর্বল, কত সুন্দর,
তোমার যৌবন কি ছিল খুব দর্শনীয়,
আবেগ অবিচারে আজকের অবস্থায়?
তবে এটাই প্রকৃতি রূপ বর্ণ ম্লান করে দেয়!
আবার আসবে নতুন কুড়ি- নতুন ফুল_
আহ! সুখ নেই কেন তবে দ্বিতীয় বসন্তে?

ফেলিসিয়া ডরোথি হেমেন্স
(১৭৯৩-১৮৩৫)

ফেলিসিয়া ডরোথি হেমেন্স-১

পরিচিতি পঙক্তিমালা
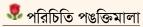
আহ! তুমি সত্যি আশীর্বাদ প্রাপ্ত,তুমি পরিভ্রমন কর-
উপত্যকা এবং তরু বিথিকার ঘন সবুজ পথ দিয়ে,
অথবা, তাদের নিংড়ানো কমনীয়তা সৌন্দর্য নীচে রেখে,
আরোহণ কর বুনো পাহাড়ের চূড়ার বাতাসের ভিতর;
এবং দূরে সুন্দরতম সুবিন্যস্ত সমতল,
এবং শহর-ঝলমলে সুরম্য অট্টালিকার মন্দির,
এবং সবুজ বনতল,তোমার নীচে শুয়ে আছে,
এবং নীলাভ মহাসাগর আকাশের সাথে মিশে একাকার।
মানুষেরা তোমাকে মন খুলে দেখে,
বিস্ময়কর প্রকৃতির বৈচিত্র সেখানে;
এবং যদিও তুমি হও সেখানে নিরেট,
তবু, প্রকৃতির মহিমা ও আশীর্বাদ অনুভব কর!
সৌন্দর্যে স্রোত বয়ে যায় তোমার বুকে,
তেমনি তোমার বুকে গ্রীষ্মের ঝড় বয়ে যায়,
এবং গভীর উপত্যকায় এবং বনে মধ্যে হেঁটে যাওয়া,
গুনগুন গানে বুক ভরে শ্বাস নেয়া তোমার কুঞ্জছায়ে!
তবে আরও সুখী হতাম, তখন যদি তোমার আত্মা-
তাঁর কাছে উড়ে যেতে পারতো- যিনি স্রষ্টা।

সহজিয়া ফুলের মত তোমার চোখে-
চিত্রিত করা যেন তাঁর সকলঅনুগ্রহ এবং শক্তি!
যা কিছু এই পৃথিবীতে মোহনীয় সুরেলা সুন্দর,
তোমার মন বোঝে সেখানে তাঁর হাতের পরম ছোঁয়া
প্রকৃতির সংগীত যদি তোমাকে জাগিয়ে তোলে
তা যেন শুধুই কৃতজ্ঞতা এবং প্রশংসার গান;
স্বর্গ এবং পৃথিবী, যদি সুন্দরতায় থাকে ভরপুর,
আনন্দচিত্তে তাঁকে স্মরণ পৌঁছে দাও তাঁর সিংহাসনে,
যদি তুমি তাঁর ভালবাসাকে কৃতজ্ঞতায় মনে কর,
অতএব, হে বিচরণকারী-তুমি সত্যি আশীর্বাদপুষ্ট!

ফেলিসিয়া ডরোথি হেমেন্স-২

কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ সমীপে
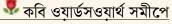
তোমার কবিতা পড়ার অর্থ পাহাড়ের আলিঙ্গনে থাকা,
এক পুরানো পূর্ণ কণ্ঠের উৎসে থাকা;
কিছু মুক্ত প্রবাহ থাকে- যার মধ্যে ভরা থাকে খুশি-
কিছু মোহনীয় শব্দ, কিছু নির্জনতা- গতিপথে-
এমনকি তোমার হৃদয় ছুঁয়ে দেয়া গান, মনে হয় তারই অংশ,
সেই উঁচু পাহাড় থেকে একটি ঝর্ণা যেন নেমে আসে হৃদয় থেকে।
অথবা এর শান্ত শৌর্য- যথাযথভাবে নেওয়া যেতে পারে,
বুকের ভিতর, যেখানে রোদে রোদেলা কুঞ্জবনে,
যেখানে বাসন্তী বাতাসে প্রতিটি গাছ নিম্নস্বরে গুন গুন করে,
এবং সময় বদলে দেয় নতুন কুঁড়ি এবং নতুন ঘন্টা ফুলেরা।
তুমি আমার সাথে থাকো- সারাদিন- ভাবনায়-
ডুবে থাকো সময়ের সোনালি নির্মল ক্ষয়ে।

অথবা এমন আগুনে চিমনি- যেখানে দেখা যায় প্রশান্ত মুখ,
রাতের জঙ্গল যেমন আগলে রাখে তার প্রিয় পাখিদের,
সেখানে, শান্ত কিছু মৃদু কণ্ঠস্বর, মধু যেন মধু বিছিয়ে দেয়,
যেন কিছু ভীষণ পুরোন সুর, নিতান্তই পারিবারিক শব্দগুলোর মত;
যখন সুখে বিড়বিড় করে, হ্যাঁ, সেইসব নারীদের ঠোঁটগুলোও নড়ে,
আর শৈশবের সব প্রেম- চোখ ভরে- জ্বল জ্বলে থাকে।
অথবা যেখানে অন্ধকারে চিরসবুজ নির্বাক গাছের ছায়া,
পাহারা দেয় নিঃশব্দে কিছু পুরোন সমাধিস্থল;
তোমার পঙ্কতিমালার শব্দেরা যা আলোকিত করতে পারে-
একটি প্রশান্তির দীর্ঘশ্বাস, জ্বালায় আলো- ফোটায় বসন্ত চারদিকে!
এর আশা এবং সাহসের উচ্চতার নিজস্ব আভা থেকে-
এবং বিশ্বাসের বিজয়ে থাকে অবিচল।
একজন সত্যিকার কবি হিসাবে তুমি প্রমাণিত,
যে আশির্বাদপ্রাপ্ত এবং উপহার পেয়েছে এক রহস্যময় মন আর চোখ,
সূর্যের প্রতিটি স্মিত হাস্যোজ্জ্বল জায়গায়,
দেখা যায়, প্রায়ই জলের নির্মল সুরেলা ঝর্ণা:
অদেখায় তারাও ঘুমায় - যতক্ষণ তোমার স্পর্শ না পায়,
এবং ছোঁয়া পাঠক পথিককে দেয় মুক্ত আনন্দময় প্রবাহ।
উজ্জ্বল স্বাস্থ্যকর তরঙ্গ প্রতিটি আনন্দময় ঘুরে বেড়ানোকে প্রবাহিত করে।

ফেলিসিয়া ডরোথি হেমেন্স-৩

আহত ঈগল

ঈগল! এটা তোমার রাজত্ব নয়!
কি চাইছ তুমি এখানে যুদ্ধবাজ পাখি?
কেন ঝর্ণার কিনারায়-
তোমার রাজকীয় পালক যাবে ডুবে?
কেন নীলাভ বিছানায়-
কেন এভাবে মাথা ঝুঁকে থাকো?
তুমি কেন এত ঘৃণায় ফেটে পড়,
কেন তুমি শোকের ডানা পরিধান করে আছো।
ঈগল!তুমি কি উঠবে না?
তোমার নিজের উজ্জ্বল আকাশের দিকে তাকাও!
চেয়ে দেখ! জ্বলন্ত সূর্য-
সেখানে তার অহংকার জিতেছে,
এবং পর্বতের ভরত পাখীরা সেখানে,
এবং মিষ্টি শিষ বাতাস আলোড়িত করে:
তুমি কি এই উঁচুর সীমারেখা রেখে যাওনি?
- ওহ, মরে যাওয়া ছাড়া এ আর কি হতে পারে!
ঈগল! ঈগল!তুমি কি মাথা নত করেছ
মেঘের ওপার তোমার সাম্রাজ্য থেকে!
জন্ম থেকে যার রাজ্য মেঘের উপর,
যদিও তুমি গগণচারী পাখী-
যদিও তুমি মাথা ঝুঁকে থাকো পৃথিবীর দিকে,
এবং শিকারীর বর্শার নাগালে-
মৃত্যুর ফাঁদ তোমাকে করছে আবদ্ধ,
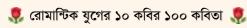
কেন তুমি তোমার জায়গা ছেড়ে চলে গেলে,
প্রতিযোগিতায় রাজকীয় প্রাণী?
তুমি কি তোমার সিংহাসনে ক্লান্ত?
আকাশের রাজত্ব কি নিঃসংগ করেছিল?
এটা কি শীতল এবং একাকী হতে পারে!
তবুও সেই শক্তিশালী পাখা এখনো মুক্ত!
তোমার শিকল এখন ফেলে দেওয়া হয়েছে:
তোমার হৃদয়ে দ্রুত সঞ্চালিত হচ্ছে রক্ত,
আবার আকাশে উড়ে যাও হে আশীর্বাদ প্রাপ্ত পাখী-!
তোমার লক্ষ্য কি তাই নয়?

ফেলিসিয়া ডরোথি হেমেন্স-৪

 নকশা এবং কৃতি
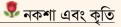
আমার হৃদয়ের সামনে তারা ভেসে থাকে,
মাধুর্য্যময় নকশা মূর্তমান আমার জীবনের কাছে।
যা মেঘের মত বাহারি রঙে রাজকীয় ভবন- পেঁচানো মিনার
এবং গম্বুজ ছুঁয়েছে রঙ ধনু,
বৃষ্টির কণার দূরে থাকা স্থির নক্ষত্রে; উঁচু তোরণে,
সুদূরে প্রসারিত বেদীতে হয়তো কোন পবিত্রতম অনুষ্ঠানের-
ইতোমধ্যে আমার অদৃশ্য সময় গলে গলে যায়, সকল ইচ্ছে,
স্বপ্নরা ডুবে ডুবে যায় !
হে বন্ধু, যে তুমি আমার প্রতিটি ভাবনায় মিশে থাকো,
তোমার হাত বাড়িয়ে দাও-যতক্ষন না আমি পূর্ণ হয়ে উঠি,
আমার দিকে চাও,
আমার আশা এবং অপূর্ণ হৃদয়ে-কিছু সময়,
কিছু প্রেরণা জোগাও-
যে আছে মুগ্ধতায় তোমাকে নিয়ে!
ও প্রিয়মুখ!

ফেলিসিয়া ডরোথি হেমেন্স-৫

আমার বোনের বাগানের জন্য

পরীরা যত তাড়াতাড়ি পারো দূরে যাও!
এখন হ্যারিয়েটের ছুটি:
বীণা নিয়ে এস, আর নিয়ে এসো পাটি,
মিষ্টিসুরের বাঁশি নিয়ে আসো;
রাখালেরা এনেছে রঙিন ফুলগুচ্ছ,
এ সবই তও বসন্তের সম্মানে;
উৎফুল্লতায় ভরে উঠুক এ বাগান,
ও পরীদের দল দূরে যাও তাড়াতাড়ি।
সুরের দেবতাদের জন্য নিয় এসো দ্রাক্ষালতা,
নিয়ে এসো বেগুনি লাইলাক,
গোলাপের ফুলের মালা, আরো মিষ্টি ফুল,
হাল্কা হলুদের সাজুক এ গৃহ,
শিশিরে ভিজে নীল ছোপের ফুল,
থলোথলো উডবাইনও ফুলও এনো।
ঘাসের তৈরি ঝুড়ি এনো,
পেকে যাওয়া রঙের চেরি,
ঝুলে থাকা নরম সুন্দর জামরুল,
সুস্বাদু আঙ্গুর, নরম নাশপাতি:
এসব নিয়ে এসো হ্যারিয়েটের কাছে,
এবং এর বিনিময়ে গাইবে গান।
কি চমৎকার উজ্জ্বল সেই খেলাঘর,
যেন পরীদের রানীর প্রাসাদ।
বসন্তের নৃত্য কর গোলাকারে,
এখানে এখন পড়ুক পরীদের পা;
বীণার নরম সুমধুর ধ্বনি,
তোমার পদচিহ্নগুলি অতিমৃদু হোক।
তোমার চিরঞ্জীব রূপগুলি উন্মোচিত হোক;
হ্যারিয়েট মেতে উঠুক আনন্দ হিল্লোলে।

ফেলিচিয়া ডরোথিয়া হেমেন্স-৬

শোক গীত

শান্ত হও! তোমার ঈশ্বর এখন বিকশিত,
হে শুভ আত্মা, তোমার এখন বিশ্রাম!
যদিও আমাদের সাথে ছিল তোমার পথ চলা ,
কিন্তু তাঁর মোহর দেয়া ছিল তোমার কপালে ।
ধুলা মাটির নীচে, যদিও ক্ষুদে বাড়ি!
এর উঁচু জায়গায় আত্মার স্থান!
যাঁরা মৃত্যুর পরে দেখেছে তোমার মৃতমুখ-
আর তো নেই মরে যাওয়ার ভয়!

ফেলিচিয়া ডরোথিয়া হেমেন্স-৭
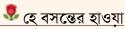
হে বসন্তের হাওয়া

হে বসন্তের হাওয়া!
আনন্দিত সমুদ্র সৈকত,
বন জাগ্রত হয় গান গাওয়ার জন্য,
স্রোত প্রবাহ তোমার দীর্ঘশ্বাস অনুভব করে,
তোমার সুগন্ধি হাওয়ায়
সবাই তোমার উত্তর দেয়
তোমাকে শুভেচ্ছা জানায়
হে বসন্তের বাতাস,
আরও একবার!
দীর্ঘ-সমাহিত ফুলেরাও
বৃথা যায় না,
কোমল ঝর্ণায় সুগন্ধ ছড়ায়,
হলুদ পাপড়ি শুভেচ্ছা জানায়,
সুবাসিত হয়ে দেখা তোমার সাথে,
আমার হৃদয়কে আর জাগিয়ে তুলোনা-
আর না!
মৃতের ভস্মদানীর থেকে
কুঞ্জের পত্রময় বিষাদ
আবার আবার নীরবে ফেরে
গায়না কোন গান জাগেনা কুঁড়ি।
আমার আত্মাকে ঘুমাতে দাও
সেই নীরবতার মত;
কাদুক ফুপিয়ে
ওহে বসন্তের বাতাস,
আর না!

ব্র্যান্ডেনবার্গ ফসল কাটার-গান

ভুট্টা, সোনার আলোতে,
সমতলে উপরে সমুদ্রের ঢেউ;
কাস্তের ধার দীপ্তি উজ্জ্বল;
পুরো শস্যে প্রসারিত হয়।
আমরা ঘুরে ঘুরে কাস্তে চালাই
আমাদের ফসল শুয়ে পড়ে মাটিতে!
-আরে! একটি অদ্ভূত শব্দে
বেলা বয়ে যায়!
বাতাসের শব্দে
মাথালগুলো ভরে যায় -
আমরা এর কারণ খুব ভাল করে জানি,
তারা আর নেই!
তার নরম চোখের নীল,
এযে ঈশ্বরের দান এখন
শিশির অশ্রুর মতো ঝরে!

একটি বিদেহী আত্মার উদ্দেশ্যে

অদৃশ্য বাতাসের স্তর অথবা উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলি থেকে,
অথবা এমন কোন বিশ্ব যা মানুষের ভাবনায় আসেনা,
আত্মা,ও প্রিয় আত্মা! যদি তোমার সেখানে বাড়ি থাকে,
এবং যদি অতীতের সাথে তোমার দর্শনশক্তি পূর্ণ থাকে,
আমাকে উত্তর দাও, দয়া কর উত্তর দাও!
জীবন এবং মৃত্যুর নিয়ে আমরা কি এখানে কোন কথা বলিনি?
আমরা কি বলিনি সেই প্রেমের কথা,যা ছিল আমাদের মতো প্রেম,
তা কি শেষ হয়ে যায়নি গোলাপের নিঃশ্বাসের মত,
অথবা ফুল্ল কোন কুঞ্জবনে মিলিয়ে যাওয়া গানের মত!
আমাকে উত্তর দাও, দয়া কর উত্তর দাও!
তোমার চোখের শেষটুকু আলো- যাতে আমার আত্মা জ্বলে উঠেছিল
তীব্রতর ভাবে, গভীর শোকের সাথে,জড়ো কিছু বেদনার কুয়াশা -
সেই অজানা সৈকতে তুমিও কি সহ্য করেছিলে সেই যন্ত্রণা?
গভীর দৃষ্টিতে- শুধুই কি শুন্য এই দীর্ঘ বেঁচে থাকা!
শোনো, শোনো এবং আমাকে উত্তর দাও!
আপনার কথার স্বর -নিম্ন, নরম, নিতান্তই বিদায়ের স্বর
রোমাঞ্চকর ঝড়ের মধ্য দিয়ে একটা ধাঁধায় পৌছোনো,
পড়ে যাওয়া বাতাসের মতো: - ওহ,যে সংগীতটি বাজে,
তা ফেরত পাঠাও
এক শব্দ, যদি ভালবাসার অদম্য জীবন হয়,
তবে একবার, ওহ! জবাব দাও!
স্থির দুপুরে, সূর্যাস্তের জলে,

রাতের মৃত ঘন্টাগুলিতে, যখন চিন্তা গভীর হয়,
অন্ধকার থেকে যখন হৃদয়ের ভুতুড়ে ভিড়,
ভয়ে খুব সুন্দর, ঘুম নিয়ে চেষ্টা করার জন্য -
আত্মা! তাহলে আমাকে উত্তর দিন!
আমাদের মিশ্রিত প্রার্থনার স্মরণে;
আমাদের সমস্ত অশ্রু দ্বারা, যার মিশ্রণ তাদের মধুর করে তুলেছে
আমাদের শেষ আশা দ্বারা, বিজয়ী হতাশ; -
কথা বলুন! আমাদের প্রাণ যদি মৃত্যুহীন আকুতিতে মিলিত হয়;
আমাকে উত্তর দিন, আমাকে উত্তর দিন!
কবরটি নিঃশব্দ: - এবং দূরের আকাশ,
গভীর গভীর রাত - সব নিরব, এবং একা!
ওহ! কোন সমাহিত ভালবাসার কোন জবাব দেয় না,
পৃথিবীর কি কণ্ঠস্বর আছে! - শোন তবে, দয়া কর, কথা বল!
উত্তর দাও, আমাকে উত্তর দাও!

ফেলিসিয়া ডরোথি হেমেন্স-১০

🌹 শস্যতোলার স্তবগানঃ

শস্যতোলার স্তবগানঃ
শরৎ কালে প্রতিটি সমভূমি এখন,
রসালো ফলে এবং উর্বর শস্যে ভরপুর;
এবং অনাবিল হাসিখুশির সাজ,
বেগুনি আঙ্গুর এবং ছড়ানো পাতার মুকুট।
সমৃদ্ধতার ছোয়া মাটির সবখানে,
ওহ! চিহ্ন সবখানে যেন আত্মীয়তার,
ভূমীতে ছড়ানো যেন শুধু আশীর্বাদ।
এবং ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ আর প্রশংসার গান।
অপোক্ত শস্যদানায়,বসন্তের ঘন্টা বাজে,
যে লালিত হয় মৃদু ভালোবাসার ছোঁয়ায়,

অপোক্ত শস্যদানায়,বসন্তের ঘন্টা বাজে,
যে লালিত হয় মৃদু ভালোবাসার ছোঁয়ায়,
এবং গ্রীষ্মের মেঘগুলি ছড়িয়ে দেয়,
তাদের গুচ্ছতা স্নিগ্ধ শিশির ধরে রাখে,
তার কান্ডগুলো কোমল হয়ে উঠেছিল,
বং বদলে দেয়নি তাদের উজ্জ্বল আকাশ,
এখন তারা দেখ পরিপক্ক,
সোনালী ফসলে উল্লাসের ঢেউ।
প্রকৃতির ঈশ্বরের কাছে আনন্দে
উপস্থাপন করি কৃতজ্ঞতা আর প্রশংসার স্তব।
উপত্যকাগুলিতে কলরব ওঠে,
যুবতীদের মাঝে এবং গ্রামের প্রেমিক যুবকেরা
শুভেচ্ছার সুর তোলে কত বিনয়ের সাথে।
অঢেল দানায় আসে সুখের বছর।
বাতাসের বেগে দোলা ওঠে শস্যক্ষেতে,
চারপাশে সোনালী ক্ষেতগুলি কথা কয়ে ওঠে,
ঈশ্বরের করুণার গান করে।
প্রকৃতি আর ঈশ্বরের প্রতি
কৃতজ্ঞ গান আর প্রশংসা গীত।

মেরি রবিনসন(১৭৫৭-১৮০০)

মেরি রবিনসন-১

প্রজ্ঞার গাঁথা

অভিবাদন কর প্রজ্ঞাকে, যে প্রতিটি শিল্পের দেবী,
যে আত্মাকে জাগরিত করে এবং হৃদয়কে কর্মময় ,
যার প্রভাব- সর্বোচ্চ আনন্দ উজ্জ্বলতায় ঝলমলে,
ইন্দ্রিয়গুলো হয় বিবেচক এবং দৃষ্টিকে করে আনন্দিত,
প্রজ্ঞা, তুমি পৃথিবীর আনন্দের উৎসকে একত্রিত কর,
আমার দুর্বলতাগুলিকে সমাধান কর এবং আমায় প্রশস্ত কর!
২.
আমারা চোখে তোমার চোখ লাগিয়ে দাও,
যাতে বিভ্রান্তির সব ছায়া উড়ে যায়,
আমার চোখে- তোমার মন্দির থেকে বৃথা কামনা দূরে যাক,
অহংকারের ধ্বংসাত্মক তারকারা হয়ে যাক অদৃশ্য,
এখানে যেন কেবলই পুণ্য নিরাপদে রাজত্ব করে,
সব যেন বিজ্ঞতার বিধিতে শুদ্ধভাবে সুরক্ষিত থাকে।
৩.
তোমার কাছে, হাঁটু গেড়ে মিনতি আমার,
তোমার আশীর্বাদ চাই, হে প্রজ্ঞার দেবী মিনার্ভা,
আমার আত্মাকে শিক্ষা দাও যাতে পিতামাতাকে ভালোবাসি,
অহেতুক আবেগী বিতর্কে যেন ধর্য্যশীল হই,
যা তোমার সুস্পষ্ট শক্তিশালী রশ্মিতে নিয়ন্ত্রিত,
জীবন চক্রের প্রতিটি বাঁকে, আমি যেন সাবলীল থাকি।

মেরি রবিনসন-২

ইচ্ছা

১.
স্বর্গ নিয়ে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি,
সত্যি কি এটা একটা শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন,
একটা সুন্দর কটেজে, মধুরতম অবসর,
অর্থহীন শব্দবৈকল্য এবং কলহ থেকে দূরে।
২.
শহর এবং এর জটিলতা থেকে অনেকদূরে,
ক্ষতিকর বিলাস ও ভয় থেকে দূরে,
নির্মলতায় সেখানে সারাদিন
এবং জীবন অশ্রুবিহীন।
৩.
নাচ ও মেকী মুখোশ থেকে দূরে,
কোন যাত্রাদল, উদ্যান অথবা খেলাধূলা থেকে অনেক দূরে
দরবারী আড়ম্বরপূর্ণ এবং ফ্যাশন থেকে দূরে,
অহেতুক সমাবেশ আর ফুল্লতা থেকে।
৪.
পাগলামোর সমাবেশ থেকে দূরে,
অভীষ্টতা এবং লাভের দৃশ্য থেকে,
রৌপ্যমুদ্রার ঝনঝনানি থেকে,
সুস্বাস্থ্যের চিন্তা এবং ব্যথা বেদনা থেকে।
৫.
যেখানে অনেক স্বাচ্ছন্দ্য শান্তি,এবং সান্ত্বনা,
সর্বদা যে গৃহ আশীর্বাদ প্রাপ্ত,
যেকোন আনন্দ কামনা করা যায়,
প্রয়োজনে একটি গ্রামীন বিছানা?

৬.
আনন্দের সাথে ঘুম থেকে ওঠা,
কোনও অভদ্রতা আমার শান্তির নষ্ট করেনা ,
তবে সবকিছুতে মধুরতার সৌন্দর্য,
সদা সুখী, সর্বদা ধন্য।
৭.
প্রতিদিন আমি তাঁর সৃষ্টির প্রশংসা করি,
তাঁর ভাল কাজ সব সময় সুস্পষ্ট,
স্বর্গের সব আশীর্বাদের জন্য ধন্যবাদ
এবং মাথা নত করি তাঁর ক্ষমতার প্রতি।
৮.
আমি স্বর্গের বিষয়ে আরও জিজ্ঞাসা করি,
একজন আন্তরিক ও বিশ্বস্ত যুবকের বিষয়ে,
যার অন্তর সদা স্থির থাকে,
এবং সত্য ভালবাসা ও সম্মানে পূর্ণ।
৯.
সেখানের রায় যেন এমন স্পষ্ট
একজন স্বামী এবং সেরা বন্ধু,
কোন বোকা অথবা জোকার নয়,
এ জাতীয় যুবক যেন স্বর্গে থাকে।
১০.
সন্ধ্যা মৃদুমন্দ হাওয়ার সাথে সাথে,
প্রবাহিত হয় উদ্যানের সুবাস,
গ্রীষ্মের সকালের চেয়েও তরতাজা
দৃঢ় বন্ধুত্বের প্রেমে অনুরাগী।
১১.
চটপটে এবং মজাদার, বিনয়ী,
সে এক ভাল মনের মানুষ,
খোলামেলা, গলাবাজি ও বোকামি থেকে মুক্ত,
ঠিক এমন একটি যুবক আমি খুঁজে পেতে চাই।
১২.
আমি ক্ষমতা বা অর্থ সম্পদ চাই না
দুঃখ অথবা আয়েশী জীবন,
অত আনন্দ সুখ আমি চাইনা
হায়, সে সব মানুষকে কখনো সুখী করে না।

মেরি রবিনসন--৩

গুণের জন্য প্রার্থনা
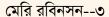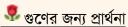
১.
অভিবাদন কর বাতাসের স্তর বিশিষ্ট আকাশকে,
অভিবাদন কর চিরকালীন পবিত্রতাকে,
তোমার জন্য যে গীত সদা আকাশের দেবতারা গায়,
তোমার বেদীর উপর তাঁর আশীর্বাদের শান্তি নামুক,
পার্থিব প্রতি দুঃখ তুমি মুক্তি লাভ কর,
আমাদের অন্তরালের প্রতিটি অসুস্থতা থেকে,
হে পবিত্রতা স্বর্গীয় অতিথি-স্বাগতম,
তোমার কোমল বুকে আমাকে গ্রহণ কর।
২.
আমার অদক্ষ হৃদয়কে শিক্ষা দাও,
এবং আমাকে দাও মুল্যবান উপহার প্রদান,
যাতে আমার মুগ্ধ আত্মা শিখতে পারে পুরস্কার দিতে,
আনন্দ, যা শুধু ন্যায়সঙ্গত আইন থেকে উৎসারিত হয়,
তোমার কাছে আমার আগ্রহী হৃদয়
তোমার নাম, আমার হৃদয়ের কোমল আগুন,
আমাকে শিখিয়ে দাও তোমার পবিত্র বিধি,
বোকাদের আনন্দ থেকে আমাকে পরিত্রাণ কর।
৩.
আমাকে সত্যের পথে চলতে শেখাও,
এবং যৌবনের সব ভুলকে সংশোধন করে দাও,
তোমার বিচক্ষণতা দিয়ে,
তোমার দেয়া শিক্ষাকে যেন মর্যাদায় পালন করতে পারি,
জীবনের বিভ্রান্তকর ধাঁধাতে,
আমার অন্ধকার পথে আমাকে পরিচালিত কর,
আমাকে পরিচালিত কর মিথ্যা শিল্প এবং মিথ্যা ছদ্মবেশ থেকে,
তোমার আনন্দময় প্রাণ আমাকে অবশ্যই আশীর্বাদ করবে।

মেরি রবিনসন-৪
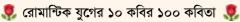
স্বভাব-১

আমাদের বন্ধুদের মধ্যে 'অমায়িক' শব্দ কত বিরল,
একজন নারী আশীর্বাদপ্রাপ্ত- যদি এমন বন্ধু তার থাকে।
তার মন থাকে, যে কোনও অসহায় অজানা ভয়ে,
এমন হৃদয় যা আন্তরিকভাবে সততায় সাহসী।
উচ্চাকাঙ্খা ছাড়া একটি আত্মা, সত্যই মহান,
প্রফুল্ল, তবুও জ্ঞানী এবং রসিক, হয়তো শান্ত।
জন্মগ্রহণকারী সবাই স্বর্গীয় পুণ্যবান,
তারা সব যুক্তি দিয়ে শিখে বিচক্ষণতা এবং ধার্মিকতা।
সততা ও ভালবাসায় তারা বিকশিত হয়,
একটি জিভ, যুক্তিবাদী হৃদয়কে পারেনা নড়াতে।
কারো কারো কান, চিরকাল দরিদ্রের জন্য উন্মুক্ত,
কারো কারো বুক, যা কোনও অলস শক্তিতে চলে না;
তাঁর স্বর্গীয় মন থাকে দাগহীন রুপে,
মন সদা স্নেহসঞ্চারক, নম্র ও দয়ালু।

মেরি রবিনসন--৫

 স্বভাব-২

যা পারো, পারলে নিখুঁত করে কর,
সহজ সরলদের সংগ দাও,
আরো শানিত কর বুদ্ধি এবং বাগ্মিতা,
সম্প্রীতি বাড়াও এবং বিবেচকদের সাথে,
নম্র এবং বিনয়ী হও,
পোশাকে পরিচ্ছন্ন সুন্দর এবং মার্জিত হও,
দানশীল এবং খোলামেলা হও,
পুষ্পিত মে মাসের মত হও,
অহংকার থেকে মুক্ত থাকো,
প্রতারণা ও বোকামি থেকে মুক্ত থাকো,
এসব নারী হিসাবে অবশ্যি শেখা উচিত।
কোন অলস রীতিনীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়োনা;
তাঁর সমস্ত পদক্ষেপে ঈশ্বরের অনুগ্রহ থাকেনা,
গুণ আয়ত্ত্বে থাকলে তুমিই প্রেমের রানী।
এ ধরণের গুণ মানুষের দৃষ্টিকেও সুন্দর করে
যেখানে সমস্ত সৌন্দর্য একত্রিত হয়,
ন্যায়পরায়ণতা, সত্য, পুণ্য, ঐশ্বরিক,
লরেল, জুলিয়েট এসব গুণ তোমার হোক।

মেরি রবিনসন-৬

স্বভাব-৩

উদার এবং ভাল, আন্তরিক এবং কুটকৌশল শূন্য হও,
স্নেহযুক্ত সত্যনিষ্ঠ হৃদয়ের অধিকারী হও,
শত্রুদের প্রতিও মানবিক ও স্নেহময় হ হও,
না হও বেশী গ্রাম্য না বেশী মাত্রায় শহুরে
ভদ্র এবং বন্ধুত্বপূর্ণ, শান্ত এবং দয়ালু হও,
প্রতারণা থেকে দূরে থাকো গুনবান হও ।
কোনও মহৎ, উদ্দেশ্যে ভয়হীন হও।
ন্যায্য সম্মানের ও আইনের দৃঢ় সমর্থক হও,
এবং অবশ্যি ঈশ্বর তাকে যৌবনের মনোভাব দিয়েছে,
যার আত্মার মধ্যে সততা ও সত্য জ্বলছে,
সে সম্মানিত, এবং সর্বাধিক অনুমোদিত,
সে শিশুদের মত ভালোবাসার এবং স্নেহ সিক্ত।
উদার এবং ভাল, আন্তরিক এবং কুটকৌশল শূন্য হও,
স্নেহযুক্ত সত্যনিষ্ঠ হৃদয়ের অধিকারী হও,
শত্রুদের প্রতিও মানবিক ও স্নেহময় হ হও,
না হও বেশী গ্রাম্য না বেশী মাত্রায় শহুরে
ভদ্র এবং বন্ধুত্বপূর্ণ, শান্ত এবং দয়ালু হও,
প্রতারণা থেকে দূরে থাকো গুনবান হও ।
কোনও মহৎ, উদ্দেশ্যে ভয়হীন হও।
ন্যায্য সম্মানের ও আইনের দৃঢ় সমর্থক হও,
এবং অবশ্যি ঈশ্বর তাকে যৌবনের মনোভাব দিয়েছে,
যার আত্মার মধ্যে সততা ও সত্য জ্বলছে,
সে সম্মানিত, এবং সর্বাধিক অনুমোদিত,
সে শিশুদের মত ভালোবাসার এবং স্নেহ সিক্ত।

মেরি রবিনসন-৭

একটি মেয়ের জন্মদিনে আশীর্বাদ

এই শুভ দিনে লুইসাকে অভিনন্দন,
বোন তুমি বছরের এই দিনে শ্রদ্ধায় আবেশিত থাকো।
হে বিজ্ঞানে পড়ুয়া ছেলেরাও, এই শুভ সকালকে শুভেচ্ছা জানায়,
এই দিনে আমার বুদ্ধিমতি, সম্মানিত, বন্ধুর জন্ম হয়েছিল।
আমার কামনায়, আমি আশীর্বাদ প্রাপ্ত ভদ্র সাথী পেয়েছি,
আমার অটল বন্ধুত্ব, এবং আমার ভালবাসায় বিশ্বাসী।
স্বাস্থ্য এবং তৃপ্তিতে, তোমার যৌবনের দিনগুলি রাজকীয়,
এবং পবিত্র সম্মানে তোমার শান্তিপূর্ণ পথে পরিচালিত হোক,
স্বাচ্ছন্দ্য, তোমার অবিরাম সহযোগী হোক,
সকল দোষ, হিংসা এবং নিপীড়ন থেকে তুমি মুক্ত থাকো,
তোমার ভাগ্য উজ্জ্বল থাকুক, মর্যাদাবান জীবন কাটুক,
নিজে যত্নে থাকো এবং কলহ থেকে আপনার হৃদয় রক্ষা কর।
এইভাবে তোমার সকল মুহূর্তগুলিকে নির্দোষভাবে থাকুক,
প্রতিটি দিন যাক সাথে আনন্দে,
এমন কি যখন মৃত্যুর ছায়া চারপাশে ছড়িয়ে পড়বে,
চিরদিনের আশীর্বাদ যেন সাথে থাকে বিজয়ী মুকুট হয়ে।

মেরি রবিনসন-৮

অবসরের ভাবনা

১.
এখান থেকেই যেন দুঃখ হতাশার শুরু,
এখান থেকেই আমার বুকে, প্রতিটি উদ্বেগ লালিত হবে,
এবং আকাঙ্খাগুলো হতে থাকবে নিষ্ক্রীয়,
হিংসার অর্থ ব্যর্থ ট্রেন এখানে;
বাসনাগুলো সমস্ত নিরর্থক উড়ে যাবে, আমার শান্তিপূর্ণ কোষ থেকে,
যেখানে একাকী হয়তো প্রশান্তি থাকবে।
২.
স্বাগতম মধুরতম আশা, এবং বন্ধুত্বপূর্ণ ভালবাসা,
স্বাগতম, আকাশের প্রতিটি আশীর্বাদ,
জন্মগতভাবে যদিও শান্তি হয়না
তবু স্বাগতম, আমার সরল বুকে ।
যেমন নির্জনে একা একা আনন্দিত হওয়া,
অবসর কি আমার কোমল হৃদয় দখল করবে?
৩.
বিদায়! নিরর্থক দুনিয়া, তুমি মনোহর আর নও,
আমার উত্তপ্ততা জানি তুমি কামনা কর,
সত্যিকারের আনন্দ কেবলমাত্র সেখানে থাকতে পারে,
দেহ কোষের শ্যাওলা-উৎপন্নের মধ্যে,
যেখানে শান্তি, এবং সারলতা চিরকাল রাজত্ব করে,
আড়ালের সকল দুর্ভাগ্য থেকে মুক্ত।

মেরি রবিনসন-৮

. অবসরের ভাবনা

১.
ক্লোয়ি, এটা তোমার আশীর্বাদের বাতাস নয়!
হয়তো মিষ্টি শুভেচ্ছা হতে পারে,
তোমার চেহারা খুব খুবই সুন্দর,
আমার হৃদয়কে বশ করতে পারে;
এই গুণ, জ্ঞান এবং সত্য একত্রিত হয়ে,
স্বাচ্ছন্দ্যময় ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হয়ে,
বিভ্রান্ত মনকে মোহিত করবে,
এবং একটি প্রেমিকার আশীর্বাদ হতে পারে।
২.
আমি নরম কমনীয়তা ভালোবাসি,
তবুও কখনও চটপটে লাগেনি,
তোমার মুগ্ধতা আমার বুকে উষ্ণতা আনে,
তবুও আমার হৃদয় ক্ষত করতে পারে না।
শুধু তোমার গুণে আমি বিনয়ী বন্ধু,
মনে করি সারাকাল এভাবেই থাকো,
তবে ফুলের মতো তুমিও ম্লান হয়ে যাবে,
সময়ের হাতেই তো সকল বিজয়।

মেরি রবিনসন-১০

ভালবাসা: লিখিত অপ্রস্তুতি

১.
একেবারেই প্রতিরোধহীন শক্তির রাজত্ব,
কোন গ্রামের ভিতরে, ট্রেনে, একা যেতে যেতে,
কারণ তুমি খুঁজে পাও কালেভদ্রে,
মাথা ঝিমঝিম করা জনতার চাপ।
২.
আহ! তরতাজা বুকে
কোনও অতিথিকে খুঁজে পেলে,
অবশ্যই মন দখল করবে,
এবং তার কমনীয়তা বায়বীয়।
৩.
হায়! ওরা প্রমাণের জন্য জন্মগ্রহণ করে,
অবিসংবাদিত ভালবাসার আনন্দ,
কিছু লোক দেখায় অহংকারে আগুন,
সদা পবিত্র নাম দ্বারা অনুপ্রাণিত।
৪.
কারণ এতা তোমার মধ্যেও রয়েছে,
এবং একাকী সুন্দর অনুভবের ফলন,
অবশ্যই কিছু সার্থকতা অসার্থকতা মেনে নিতে হবে,
এবং সত্যের জন্য শোক থাকে।
৫.
প্রতিটি আশীর্বাদএকত্রিত হয়েও নিরর্থক,
তারুণ্যের মনকে উন্নত করতে,
যদি প্রকৃতির সহযোগিতা না মেলে,
রং আসেনা লিলি এবং গোলাপেও।
৬.
তোমরা কেবলি ফোটা যুবকেরা,
অযথা নিষ্ক্রিয় থেকো না,
আর সুন্দর দৃশ্যের পিছনে থেকোনা!

হান্নাহ মুর (১৭৪৫-১৮৩৩)

হান্নাহ মুর-১

 যুদ্ধ

যুদ্ধ, আমাকে বল তুমি কি?
কি পাও বল উজ্জ্বল বিজয়ের পরে-কি থাকে?
সব কি তোমার গৌরব? পরাজিতদের জন্য - শিকল -
বিজয়ীর অহংকারের জন্য ? হায়! রাজ্য-
জনশূন্য দেশ -ধ্বংসের খেলা আর গভীর বিষন্নতা!
মাত্র একজন ব্যক্তির অপরাধ,শুধু এক ব্যক্তির ক্ষমতার লালসায়,
জনশূন্যতা! সমভূমি হয়ে ওঠে নগ্ন এবং ধ্বংসস্তুপের ক্ষেত্র,
নিভে যায় ফসল ফলফুলের হাসি
জলপাই - সুস্বাদু ডুমুর এবং আঙ্গুর লতা-ধ্বংসস্তুপে!
এখানে, মুখরিত মন্দিরগুলি পরিত্যাক্ত গুহায় পরিণত হয়,
পরিণত হয় বর্বর জন্তু বা পাখিদের অশ্লীলতার শিকার;
সেখানে জনবহুল শহরগুলি ভরা রোদেও কালো হয়ে যায়,
এবং সাধারণত গর্বিত প্রাসাদে বদলে যায় ধ্বংসস্তূপে।
মিথ্যাও হয়ে পরে পার্থক্যহীন ধোঁয়াশায়
সাম্প্রতিক বিধ্বংসী অগ্নিকান্ডগুলিতে! যখন কোন যুদ্ধের গান
গাওয়া আনন্দের সাথে, যেন অনেক জয়জয়কারে হয়ে ফুলে উঠে,
স্যালুটের আওয়াজে জয়ের কান ভারী হয়, এবং জয়ের অহংকার বাড়িয়ে
দেয়- কৃতজ্ঞতা সম্প্রীতি অবহেলিত হয়।

কুমারীদের কান্না দু: খজনক অসন্তোষের সাথে,
কে শোক করবে ভাইয়ের হত্যাকে! কোন সেবিকা!
কে তাদের হাততালি দেয় এবং আনন্দে জিজ্ঞাসা করে
নিষ্ঠুরভাবে - তাদেরই ছেলেদের হত্যার কথা!
রক্তে লরেলের চির সবুজ পাতায় কীভাবে দাগ পড়ে থাকে-
এবং বিধবার কান্নায় মাটি ভিজে থাকে!

হান্নাহ মুর-২

 যুবতীকে

যাও, শান্ত ছায়া! বিনিময় করে নাও পাপ সেবার সাথে
দেখ, রোগীদের কষ্ট কমিয়ে বিনয়ী সেবা দাও!
যাও, যুবতী-মানব সেবার বিজয়ের পথে যাও,
যাও, বিশ্বাসে বিজয়ীর মুকুট অর্জন করে নাও।
সেই নীরব দানগুলি গোপনে,
ভয়ঙ্কর সেই দিনে প্রকাশিত হবে;
অতঃপর তোমার ছোটছোট, কাজগুলিও বিবেচিত হবে,
এবং ঈশ্বর, বিচারক এবং সাক্ষী উভয়ই পুরষ্কার দিবেন।

হান্নাহ মুর-৩

মিসেস ব্ল্যাডফোর্ডের স্মরণে

বিনীত ছায়া, বিদায়! যাও, সন্ধান কর সেই শান্ত তীরে-
যেখানে পাপ নিন্দিত হবে এবং দুঃখের ঘা আর বইতে হবেনা;
তোমার সাদামাটা জীবন সেই চূড়ান্ত আশীর্বাদ লাভ করে,
যা অহংকার অপছন্দ করে এবং অতি বুদ্ধিমত্তাকেও।
তোমার যে পথ, যা বিজ্ঞান শিখাতে পারে না,
কিন্তু বিশ্বাস ও সদাচারণ কখনও ব্যর্থ হয় না;
তারপরে আনন্দ ভাগ করে নাও জীবনের সাথে,
স্বপ্নবান অন্তর- বিশুদ্ধতায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

হান্নাহ মুর-৪

এপিটাফ: শ্রদ্ধেয় মিঃ পেনরোজকে
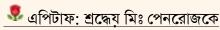
সামাজিক আচরণ যদি বিনয়ের সাথে হয় ,
যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং মানবজাতির প্রতি ভালবাসা থাকে,
যদি জীবন যাপনে থাকে সহায়তা-
অবশ্যই দাবী করতে পারে শ্রদ্ধা, দাবি করতে পারে অশ্রুজল,
তারপরে, পেনরোজের- শ্রাদ্ধের অবশিষ্টের পাত্র দেখে
ঘরের ভালোবাসাও কাঁদতে পারে, এবং বন্ধুত্ব করতে পারে শোক ।
দায়িত্বের পথটি এখনও অবসরহীন, রেখে গেছেন তিনি,
তিনি নিরাপদে হাঁটতেন, কারণ তিনি ঈশ্বরের বিশ্বাসে চলতেন!
যখন ধারণা এবং প্রার্থনার শক্তি অতীত হয় যায়-
তবুও তার প্রতিপালিতরা যত্নে থাকবে;
তাদের জন্য এখনও দয়া রয়েছে প্রতিনিয়ত,
তিনি শিখিয়েছিলেন সেরা শিক্ষা,
কীভাবে কি কাজ জীবনে করতে হয়,
মৃত্যুর আগে?

হান্নাহ মুর-৫
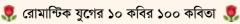
শ্রদ্ধেয় মিঃ লাভ, ব্রিস্টল-এ ক্যাথেড্রাল

শবের ছাইদানীতে সৌন্দর্য সৌকর্য রাখা হয় মূল্যহীন',
কোনও আবেগী শোক অথবা ভালোবাসা বেশীক্ষণ থাকেনা;
তবে যখন শ্রেষ্ঠত্বের পরিবেশে আমরা শোক জানাই,
তখন দুঃখ বুকে বাজে এবং চোখ অশ্রুজলে ভাসে।
অপরিচিত! তুমি কি এই মাজারের কাছে গেলে-
সম্মানিত মৃতদের গুণের সন্ধান কর না?
বন্ধু, পুত্র, কোন ধার্মিক, যারা ঈশ্বরের কাছে চলে গেছে,
যারা তাঁকে চেনে তাকে ভালবাসে-তাদের ভালোবাসা চিরকালীন হবে।
ও, দুঃখের মাঝে কিছুটা বিরতি নিয়ে বলতে দাও,
কি উৎসাহ উদ্দীপনা, যে বিশ্বাসে তাঁর বুক প্রসারিত ছিল;
কি তৃপ্ততায় পাখা মেলেছে তাঁর পথে-
এই ধরণী থেকে স্বর্গের পথে- সে আশীর্বাদ প্রাপ্ত।

হান্নাহ মুর-৬

সারাহ স্টোনহাউসের প্রতি

আসুন, মানুষের অশ্রু মুছে দেই,
ঘরোয়া যন্ত্রণাগুলো নিজের ভিতরেই থাক;
যে দুঃখগুলো নিতান্তই স্বার্থককেন্দ্রিক আসে নিজেই প্রতিহত করি,
নতুবা ঈশ্বরের থেকে আসেনা কোন আশীর্বাদ।
আসেনা সত্য, নম্রতা, ধৈর্য, সম্মানের ছায়া! তোমার ছিল
এবং পবিত্র আশা নিয়ে তুমি মানুষকে দান করতে:
যদিও আমরা আমাদের এই হারানোকে মানতে পারিনা
তোমার জীবনের বিশ্বাস কবরের ভয়ঙ্করতাকে হার মানিয়েছিল।
ওহ! যদি জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা দিতে পারতে
মৃত্যুরও একটি অহংকারের শক্তি থাকে:
তুমি যদি মৃত্যুকে একাট গ্রহণযোগ্য শিক্ষা দিতে পারত,
এবং লিখে দিতে পারতে, প্রতিটি হৃদয় সদা মরতে প্রস্তুত।
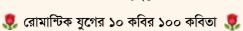
হান্নাহ মুর-৭

বিনয় ও অদৃশ্য পুণ্য

হে আমার পুত্র!
যে সব বড়াই পূর্ণতা এখনও চাপে রাখে,
লোক দেখানো প্রশংসার জন্য; সেইসব অতি উজ্জ্বল কাজ
তা হয়ত প্রফুল্লতা বাড়ায় কিন্তু সব থাকে মানুষের পর্যবেক্ষণে,
এই গুলি আত্মতৃপ্তির পারিতোষিক
খ্যাতির জন্য আত্মপুজারী যা অজানা, -
বিবেকের নীচু কণ্ঠস্বর তারা শোনেনা
আত্মার নীরব নীচু স্বরের কথা পায়না শুনতে
নীরব আত্মা দেয় নিশব্দে করতালি-
স্বর্গ দীর্ঘশ্বাসের অথাবা কষ্টের তালিকা করে ,
নীরব অভিযোগ যায় না শোনা,
এবং, রোগাক্রান্ত মানুষের গাল থেকে, মুছে
অশ্রু, মানুষের চোখে অদৃশ্য থাকে ঘৃণা।

হান্নাহ মুর-৮

রেভারেন্ড জনাব হান্টার

যাও, হে সুখী আত্মা, অন্বেষণ কর সেই আনন্দময় স্থান,
যেখানে উৎসাহী নেতৃত্ব দেয় মাইকেল গৌরবময় বাদন দল
যারা সত্যের জন্য লড়াই করেছে; আশীর্বাদ প্রাপ্ত আত্মা, যাও,
এবং নিখুঁতভে নীচের এই ভালো কাজগুলো শুরু কর;
যাও সাধুদের প্রশংসা শুনতে, আনন্দিত হও, বলো
তোমার আশীর্বাদে মিথ্যা কিভাবে পরাজিত হলো!
স্বর্গের সেই আশীর্বাদ, যার পথ তোমার পুণ্য কামনা করে;
সেই ঈশ্বরের আশীর্বাদ কামনা কর, যার জন্য তুমি লড়াই করেছ;
ওহ, ঈশ্বর তোমাকে সম্মানছায়া দান করুন
তাঁর সুদৃষ্টি অনুমোদিত হোক তোমার জন্য,
কে এই মহান স্মৃতির প্রেমের পিছনে:
একটি ছেলে, যার পিতা, জীবিত, গর্বিত;
একটি ছেলে, যে শোকার্ত হবে, যার এখন মৃত।

হান্নাহ মুর-৯

একটি বাগানে স্মৃতিস্তম্ভ শিলালিপি

একটি বাগানে স্মৃতিস্তম্ভ শিলালিপি,
(একজন মৃত বন্ধুর জন্য স্থাপিত)
তোমার সরল আত্মা যা শ্রদ্ধেয় বন্ধুর নাম,
যে আশীর্বাদ প্রাপ্ত, আর জীবন শিখাকে অনুভব করে;
ওহ! যদি প্রথম থেকেই এক বন্ধু তোমাকে ভালোবাসতে পারতো!
হৃদয়ের উষ্ণতা যাকে বেছে নিয়েছে, এবং তৃপ্তির স্বাদ গ্রহণ করেছে;
যদি তুমি জানতে পারো, বেদনা হৃদয়কে চিরে ফেলে,
থাক তা, তাঁর চেয়ে ভালোবাসা থাক, চিরকালের জন্য;
এখানে দেখ! – তোমার শোকের জন্য এই পাথরপিছনে,
তোমার দুঃখকে প্রশমিত করার জন্য, এবং তোমাকে স্মরণ করার জন্য।

হান্নাহ মুর-১০

দানশীলতার প্রশস্তি

হে দানশীল, ঐশ্বরিক জ্ঞানী,
তুমি নিমীলিত চোখ আকাশের নম্র কন্যা
শাশ্বত আলোর শুদ্ধ আলোতে চির আলোকিত,
যেখানে ন্যায্য, অপরিবর্তনীয় এবং সর্বদা উজ্জ্বল,
তোমার আশীর্বাদেরদৃষ্টিটি জ্বলজ্বল করে,
যেখানে স্বরগীয় দেব্দূতেরা যোগ দেয়-
কোরাসে তাঁর প্রশংসার গান,
পিতামাতা জীবন, প্রাচীন অতীতের দিনে,
যিনি উপস্থিত ছিলেন, তিনিই থাকবেন
প্রশস্ত চিরন্তন ব্যাপ্তিকালে,
আসুন, আপনার উষ্ণ আকাশের রশ্মির নীচে সমবেত হই,
আমার অনুভূতি বাড়িয়ে দাও, হৃদয়কে প্রসারিত কর!
উজ্জ্বল আকাশ থেকে নেমে আসা,
সেই তুমি সীমাহীন ভালবাসার প্রতিচ্ছবি
অবিচ্ছিন্ন প্রবাহিত স্রোতে যেহেতু আনন্দ এবং শান্তি
যদিও মিষ্টি শোভা আমাকে টানে!
তখন সাধুরা অনুধাবন অথবা দেবতাদের জন্য গান
আর আমিও তখন আলোকিত হয়ে উঠি।
প্রকৃতির চিত্রকলা আমাকে যা কিছু শিখিয়েছে,
তবুও আমার হৃদয় মন তা যেন বুঝতে পারেনা-
আমি বুঝতে পারিনা তার বিজ্ঞান,
মূর্খতাই যেন আমার সম্ভার, বুঝিনা সহজ করে!
একটি ফাঁকা ছায়া বিজ্ঞান পাওয়া যাবে:
আমার জ্ঞান অজ্ঞতা, আমার বুদ্ধি একটি শব্দ!
যদিও আমার আত্মা ভবিষ্যদ্বাণী জানে
তোমার সহায়তা ব্যতীত এগুলির কোনকিছুই অর্জন সম্ভব নয়,
মুখের ভাষা যদি বন্দ হয়, এবং ভবিষ্যদ্বাণীগুলি ব্যর্থ হবে।
তবে এসে, হে আমার চিরন্তন অতিথি-
আমার বুকের তোমার সাহস দাও।

এবং বিশ্বাস উজ্জ্বল মশাল দূরের পথ দেখার জন্য,
দূর করে দাও কুয়াসা যা আলোক রশ্মিকে বাধাগ্রস্থ করে,
প্রতিটি কুয়াশা তাদের বিস্তৃত রশ্মি দিয়ে মুছে ফেলার জন্য,
আমার আত্মাকে স্বর্গের জন্য উপযুক্ত কর, এবং পথের নির্দেশ দাও;
সেখানে সত্যিকারের সুখ আছে ;
কারণ সেখানে সর্বদা শান্তি- ঈশ্বরের রাজত্ব।